বৈধ প্রেম

[বিবাহিত এবং শীঘ্র বিবাহে আগ্রহীদের জন্য]

শায়েখ আব্দুল্লাহ আল মুনীর

প্রথম প্রকাশ:

জ্বিলহজ্জ-১৪৩৭ হিজরী
সেপ্টেম্বর-২০১৬ ইংরেজী

প্রিন্টিং

মুসলিম প্রিন্টার্স
দর্শনা, চুয়াডাঙ্গা।
মোবাঃ ০১৯৩১-৪৪১২১৪

মূল্যঃ ৮০ টাকা।

প্রাপ্তিস্থানঃ

ইক্করা লাইব্রেরী
লোকনাথপুর, দর্শনা, চুয়াডাঙ্গা।
মোবাইলঃ ০১৯৪০-৫৩৪৬৭০
০১৯৩১-৪৪১২১৪

সূচীপত্র

ভূমিকা.....৫

স্ত্রীর প্রতি প্রেম অনুভূতি প্রকাশ করা লজ্জার বিষয় নয়.....১৮

স্বামী স্ত্রী একে অপরের অবদান স্বীকার করা.....২৯

স্ত্রীদের বৈধ বিনোদনের সুযোগ করে দেওয়া.....৩৫

স্ত্রীর সাথে গল্প-গুজব করা.....৪২

স্ত্রীকে বেড়াতে নিয়ে যাওয়া.....৫৩

স্বামী স্ত্রী একে অপরের সাথে কোমল আচরণ করা.....৫৫

সাধ্যমতো সাজ সজ্জা করা.....৬৩

স্বামী-স্ত্রী একে অপরের সাথে রঙ তামাশা করা...৭৬

পরস্পরকে আদর-সোহাগ করা ৮৭

স্বামী-স্ত্রী একে অন্যের বিশেষ চাহিদা মেটানোর জন্য স্বচেষ্ট হওয়া ১০৬

সহবাসের পদ্ধতি ১১৯

শাসন ও সোহাগের মধ্যে ভারসাম্য রক্ষা করা.... ১২৪

উপসংহার ১৩৬

ভূমিকা

মহান রব্বুল আলামীন বলেন,

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً [الروم: ٢١]

আল্লাহর নিদর্শনের মধ্যে একটা হলো, তিনি তোমাদের নিজেদের (মানুষ জাতির) মধ্য হতে তোমাদের জোড়া (স্ত্রী জাতি) সৃষ্টি করেছেন, যাতে তোমরা তাদের নিকট প্রশান্তি পাও। আর তিনি তোমাদের (নারী-পুরুষের) মাঝে মায়া-মমতা ও ভালবাসা সৃষ্টি করে দিয়েছেন। [রুম/২১]

নারী-পুরুষের মধ্যে যে প্রেম-ভালবাসা সৃষ্টি করে দেওয়া হয়েছে সেটা নতুন করে কাউকে জানানোর প্রয়োজন আছে বলে মনে করি না। এটা তো সবাই জানে। প্রেম-প্রীতি নিয়ে কত গল্প-কথা আর প্রেম-

কবিতা লেখা হয়েছে তার গোনতি নেই। প্রেম করে একে অপরের জন্য জীবন দেওয়া, রাজার ছেলে ফকীরের মেয়ের সাথে প্রেম করে রাজ্য ছেড়ে জঙ্গলে চলে যাওয়া ইত্যাদি নানা কাহিনী সমাজে প্রচলিত আছে। যার একটি অংশ মানব মস্তিষ্কের কল্পনা হলেও বিরাট একটা অংশ যে সম্পূর্ণ বাস্তব সেটা আমরা সবাই জানি। নারী-পুরুষের মধ্যে এই যে গভীর আকর্ষণ কুরআন-হাদীসে কিন্তু তার স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে।

মহান রব্বুল আলামীন সূরা আলে-ইমরানের ১৪ নং আয়াতে মানুষের নিকট আকর্ষণীয় বস্তুগুলো কি সেটা উল্লেখের সময় প্রথমেই নারী জাতির কথা উল্লেখ করেছেন। রসুলুল্লাহ ﷺ বলেন,

مَا تَرَكْتُ بَعْدِي فِتْنَةً أَضَرَّ عَلَى الرِّجَالِ مِنَ النِّسَاءِ

আমার পরে ছেলেদের জন্য মেয়েদের চেয়ে অধিক ক্ষতিকর ফিতনা আর কিছুই থাকছে না। [বুখারী ও মুসলিম]

সুতরাং ইসলামী শরীয়তে নারী-পুরুষের মাঝে সুগভীর আকর্ষণ তথা প্রেমের সম্পর্কের কথা অস্বীকার করা হয়নি বরং স্বীকার করা হয়েছে। যিনি এ সম্পর্ক সৃষ্টি করেছেন তিনিই এটা স্বীকার করেছেন। সেই সাথে নারী-পুরুষের মাঝে প্রেমের সম্পর্ক স্থাপনের জন্য বৈধ উপায়ও বলে দিয়েছেন। আর অবৈধভাবে প্রেমের সম্পর্ক স্থাপন করা হতে কঠিনভাবে নিষেধ করেছেন।

আল্লাহ (ﷻ) বলেন,

وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا [الاسراء: ٣٢]

তোমরা জিনার নিকটবর্তী হয়ো না। এটা তো অশ্লীল কাজ এবং খুবই নিকৃষ্ট অভ্যাস। [ইসরা/৩২]

এই আয়াতে আমরা দেখি জিনা করা তো দূরের কথা জিনার নিকটবর্তী হতেও নিষেধ করা হয়েছে। জিনার নিকটবর্তী হওয়া বলতে কি বোঝায় তার ব্যাখ্যা আমরা পায় একটি হাদীসে। রসুলুল্লাহ ﷺ

বলেন,

فَزِنَا العَيْنِ النَّظَرُ، وَزِنَا اللِّسَانِ المَنْطِقُ، وَالنَّفْسُ تَمَنَّى وَتَشْتَهِي

চোখের জিনা হলো, (কোনো নারীকে) দেখা, মুখের জিনা হলো, (কোনো নারীর সাথে প্রেমের) কথা বলা, অন্তরের জিনা হলো, (কোনো নারীর প্রতি) কামনা বাসনা রাখা। [বুখারী ও মুসলিম]

দেখা যাচ্ছে সরাসরি জিনাতে লিপ্ত না হলেও কেবল দৃষ্টি দেওয়া বা কথা বলা এমনকি অন্তরে কল্পনা করাকেও হাদীসে জিনা হিসেবে গণ্য করা হয়েছে। এমনিভাবে অবৈধ সম্পর্ক থেকে ইসলাম মানুষকে নিষেধ করে। কেননা অবৈধ সম্পর্কের সাথে মানব জাতির অনেক ক্ষয়-ক্ষতি জড়িত আছে। প্রতিটি সমাজের অনিষ্টের মূল হলো এই সব অশ্লীলতা ও অবাধ যৌনাচার। পিতা-মাতা, সন্তান-সন্ততি ও স্বামী-স্ত্রীর মাঝে আল্লাহ (ﷻ) যে পারিবারিক বন্ধন সৃষ্টি করেছেন একটি সমাজ তার উপরই টিকে থাকে। কিন্তু অশ্লীলতা ও অবৈধ যৌনাচারের

কারণে এই সব সম্পর্ক ছিন্ন-ভিন্ন হয়ে যায়। পরকীয়া প্রেমের ফাঁদে পা দিয়ে স্ত্রী স্বামীকে হত্যা করে, স্বামী স্ত্রীকে হত্যা করে। নিজের সামান্য সময়ের সুখ আহলাদের দাসত্বে বন্দি হয়ে কুমারী মা গর্ভে অবৈধ সন্তান ধারণ করে। সে সন্তানকে জননীর স্নেহে গ্রহণ করার পরিবর্তে জীবনের প্রথম পর্বেই গর্ভপাতের মাধ্যমে হত্যা করা হয়। অনেক সময় হত্যাকান্ড সংঘটিত হয় বাচ্চা জন্ম নেওয়ার পর। একটি বৈধ পরিবারে যে শিশুর কান্না শুনে সারাটি গ্রাম আনন্দে মাতোয়ারা হয়ে যায়, অনেক সময় রাস্তার আস্তাকুঁড়ে সে ধরণের বাচ্চার কান্না শোনা যায়। কেবলমাত্র দুটি নর-নারীর অবৈধ সম্পর্কের বলি হয় এধরণের শত-সহস্র অবুঝ শিশু। প্রেমিকের হাত ধরে নিরুদ্দেশ যাত্রা করে যেসব তরুণী, তাদের অনেককেই চরম মূল্য দিতে হয়। নিজের সম্মান-সম্ভ্রম, টাকা-পয়সা তো বটেই এমনকি প্রাণটি পর্যন্ত খুইয়ে বসতে হয় প্রেমিক নামের পিশাচের হাতে। দেখা যাচ্ছে নারী-পুরুষ দুটি শ্রেণী যে মহান উদ্দেশ্যে সৃষ্টি করা হয়েছে উভয়

শ্রেণীর অবৈধ ও অবাধ মেলামেশা তার সব ভন্ডুল করে দিচ্ছে। একদিকে যেমন তারা নিজেদের জীবনে সুখ-শান্তি উপভোগ করতে ব্যর্থ হচ্ছে ভিন্ন দিকে তাদের পরবর্তী প্রজন্মকে সুস্থ ও সুন্দর পরিবেশে সঠিকভাবে জন্ম দেওয়া ও মানুষের মতো মানুষ হিসাবে তৈরী করা সম্ভব হচ্ছে না।

এই ধরণের মারাত্মক ক্ষতি হতে মানব জাতিকে রক্ষার নিমিত্তে পবিত্র ধর্ম ইসলাম একদিকে যেমন নারী-পুরুষের মাঝে অবৈধ সম্পর্ককে ভীষণভাবে নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছে অপর দিকে তাদের মাঝে বৈধ সম্পর্কের প্রতি অত্যাধিক গুরুত্ব আরোপ করেছে।

মহান রব্বুল আলামীন বলেন,

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ [النور: ٣٢]

তোমাদের মধ্যে অবিবাহিতদের বিবাহ দিয়ে দাও। তোমাদের দাস-দাসীদের মধ্যে যারা বিবাহ উপযোগী তাদেরও বিবাহ দিয়ে দাও। যদি তারা দরিদ্র হয়ে থাকে তবে আল্লাহ নিজ অনুগ্রহে তাদের ধনী করে দেবেন। নিশ্চয় আল্লাহ প্রাচুর্যের অধিকারী ও প্রজ্ঞাময়। [নুর/৩২]

রসুলুল্লাহ ﷺ বলেন,

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ، وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ،

হে যুবকরা, তোমাদের মধ্যে যে কেউ সক্ষম হয় সে যেনো বিবাহ করে ফেলে। কেননা এর মাধ্যমে দৃষ্টি সংযত হয় আর লজ্জাস্থান (চরিত্র) সংরক্ষিত হয়। [বুখারী ও মুসলিম]

তিনি আরো বলেন,

النِّكَاحُ مِنْ سُنَّتِي، فَمَنْ لَمْ يَعْمَلْ بِسُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي

বিবাহ করা আমার সুন্নাত। যে কেউ আমার সুন্নাত থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবে সে আমার কেউ নয়।

[ইবনে মাযা]

এমনিভাবেই রসুলুল্লাহ ﷺ বিবাহের মাধ্যমে নারীদের সাথে বৈধ সম্পর্ক গড়ে তুলতে তার উম্মতকে উৎসাহিত করেছেন। কেবল তাই নয় তিনি নিজেও বিয়ে করেছেন এবং স্ত্রীর সাথে কিরুপ আচরণ করতে হয় তা আমাদের হাতে-কলমে শিখিয়ে দিয়েছেন।

মহান রব্বুল আলামীন বলেন,

{لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ} [الأحزاب: ٢١]

তোমাদের জন্য রসুলের জীবনে রয়েছে সর্বোত্তম আদর্শ। [আহযাব/২১]

জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রেই রসুলুল্লাহ ﷺ আমাদের আদর্শ। জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রেই তিনি ছিলেন একজন পরিপূর্ণ মানুষ। একদিকে তিনি যেমন একজন আদর্শ শিক্ষক এবং মহান নেতা। বিপরীতে ব্যক্তিগত জীবনে তিনি তার সন্তানদের জন্য

একজন আদর্শ পিতা এবং স্ত্রীদের জন্য একজন আদর্শ স্বামী। স্ত্রীদের সাথে তার ছিল গভীর প্রেমপূর্ণ সম্পর্ক।

বর্তমান যুগে বেশিরভাগ পুরুষই এ দায়-দায়িত্বকে অস্বীকার করে বা কমপক্ষে এসব ব্যাপারে অবহেলা করে। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে তারা নিজেদের কর্মব্যস্ততাকে অজুহাত হিসেবে পেশ করে। অনেক বুযুর্গ ভাবাপন্ন ব্যক্তি নানা প্রকার ইবাদত ও দ্বীনী কর্মকান্ডে লিপ্ত থাকার অজুহাতে সাংসারিক বিষয়াবলীতে অবহেলা করে। এটা মোটেও সঠিক চিন্তাধারা নয়। রসুলুল্লাহ ﷺ নিজে সর্বাধিক বেশি দায়িত্ব পালন করতেন। একদিকে তিনি যুদ্ধ-বিগ্রহ ও রাষ্ট্র পরিচালনার মতো গুরু দায়িত্ব পালন করতেন ভিন্ন দিকে পুরা মুসলিম উম্মাহকে দ্বীনের যাবতীয় বিষয় শিক্ষা দেওয়ার মতো কঠোর দায়িত্ব আঞ্জাম দিতেন। এতকিছুর পরও তিনি স্ত্রীদের প্রতি তার করণীয় সঠিকভাবে বাস্তবায়ন করেছেন। সকল মুসলিমকে তিনি এই শিক্ষাই দিয়েছেন। যারা অত্যাধিক রোজা পালন করে এবং এভাবে

নিজেদের সাংসারিক দায়িত্বে অবহেলা করে তাদের উদ্দেশ্যে তিনি বলেছেন,

وَإِنَّ لِزَوْجِكَ عَلَيْكَ حَقًّا

নিশ্চয় তোমার উপর তোমার স্ত্রীরও হক রয়েছে। [বুখারী ও মুসলিম]

এর মাধ্যমে প্রমাণিত হয়, স্ত্রীর প্রতি সদাচারণ করাও অত্যাধিক গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব যা উপেক্ষা করার উপায় নেই। কোনো কোনো হাদীসে স্ত্রীর সাথে সম্পর্কের বিষয়টিকে অত্যাধিক গুরুত্বসহকারে উত্থাপন করা হয়েছে। রসুলুল্লাহ ﷺ বলেন,

خَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لِأَهْلِهِ وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي

তোমাদের মধ্যে সেই ব্যক্তি সর্বোত্তম যে তার পরিবারের নিকট সর্বোত্তম। [তিরমিযী, ইবনে মাযা]

ইমাম তিরমিযী ﵀ হাদীসটিকে হাসান সহীহ

বলেছেন।

অন্য হাদীসে এসেছে রসুলুল্লাহ ﷺ বলেন,

مَنْ رَزَقَهُ اللهُ امْرَأَةً صَالِحَةً، فَقَدْ أَعَانَهُ عَلَى شَطْرِ دِينِهِ، فَلْيَتَّقِ اللهَ فِي الشَّطْرِ الثَّانِي

আল্লাহ যাকে একজন নেককার স্ত্রী দান করেন তার দ্বীনের অর্ধেক ব্যাপারে সহযোগিতা করেন। অতএব সে আল্লাহর ভয় করে বাকী অর্ধেক ঠিক রাখুক। [মুস্তাদরাকে হাকিম]

ইমাম আজ-জাহাবী হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন।

দেখা যাচ্ছে, স্ত্রীর সাথে বৈবাহিক সম্পর্কের বিষয়টি কেবল গুরুত্বপূর্ণই নয় বরং তা ইসলামের অর্ধেক হিসেবে গণ্য। এটা হলো নারী-পুরুষের মাঝে বৈধ প্রেম। অতএব, অন্যান্য দায়িত্বের অজুহাতে এ বিষয়ে অবহেলা করা নিঃসন্দেহে সঙ্গত নয়। এই গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বটিকে সঠিকভাবে পালন করার জন্য আমাদের অবশ্যই ফিরে যেতে হবে রসুলুল্লাহ ﷺ এর জীবনীতে। যেহেতু সকল বিষয়ে তিনিই

আমাদের নিকট অনুসরণীয়।

নারী-পুরুষের মাঝে যে প্রেম-ভালবাসা আল্লাহ সৃষ্টি করেছেন দুটি স্থানে তা বৈধ করেছেন আর বাকী সকল ক্ষেত্রে তা অবৈধ করেছেন। সেই দুটি স্থান হলো,

ক) দুনিয়াতে বিবাহিত স্ত্রী বা মালিকানাভূক্ত দাসীদের সাথে প্রেম।
খ) জান্নাতের হুরদের সাথে প্রেম।

জান্নাতের হুরদের ব্যাপারে বেশকিছু গ্রন্থে আমি সুবিস্তারে আলোচনা করেছি। হুরদের সৌন্দর্য ও উত্তম আচরণের ব্যাপারে ‘‘হরিণ নয়না হুরদের কথা’’ নামক গ্রন্থে আলোচনা করা হয়েছে। তাছাড়া ‘কবিতায় জান্নাত’ নামক গ্রন্থে কবিতার ছন্দে হুরদের বর্ণনা এবং ‘কল্পণায় জান্নাত’ নামক গ্রন্থে হুরদের নামে প্রেমের কবিতা লেখা হয়েছে। দুনিয়াতে স্বামী-স্ত্রীর মাঝে বৈধ প্রেম সম্পর্কে পূর্বে আমি কিছুই লিখিনি। তবে বর্তমানে স্বামী-স্ত্রী একে

অপরের প্রতি অবহেলা এবং সে কারণে সৃষ্ট বিশৃঙ্খলা দেখে মনে হলো স্বামী-স্ত্রীর সুসম্পর্ক নিয়েও কিছু লেখা উচিৎ। কুরআন-হাদীসে স্বামী-স্ত্রীর মাঝে যে মধুর সম্পর্ক গড়ে তুলতে উৎসাহিত করা হয়েছে সে সম্পর্কে জানলে হয়তো কিছু লোক নিজেদের আচরণ সংশোধন করবে। আর এভাবে হয়তো তাদের দাম্পত্য জীবনে শান্তি নেমে আসবে। এই আশা করেই এই গ্রন্থে স্বামী-স্ত্রীর মাঝে বৈধ প্রেম সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। এখানে আমরা রসুলুল্লাহ ﷺ এর মুখ নিঃসৃত বাণী এবং তার জীবনী থেকে এমন কিছু ঘটনা তুলে ধরেছি যাতে একদিকে স্ত্রীদের প্রতি তার ভালবাসা বা প্রেমময় সম্পর্কের স্বরূপ ফুটে ওঠে ভিন্ন দিকে স্ত্রীদের প্রতি তার দায়িত্ব এবং সহানুভূতি সুস্পষ্টভাবে প্রকাশিত হয়। সেই সাথে সাহাবায়ে কিরাম ও অন্যান্য ওলামায়ে দ্বীনের কথা ও কাহিনী হতেও কিছু দৃষ্টান্ত উল্লেখ করা হয়েছে। যাতে তা আমাদের জন্য শিক্ষণীয় হয়। আর আল্লাহই তৌফিক দাতা।

স্ত্রীর প্রতি প্রেম অনুভূতি প্রকাশ করা লজ্জার বিষয় নয়

অনেক অতি বুযুর্গ লোক আছে যারা মনে করে সত্যিকার মুমিনের কাজ কেবল মাত্র নামাজ-রোজা, যিকির-আজকার ইত্যাদি নেক কাজে লিপ্ত হওয়া। স্ত্রীর সাথে ইনিয়ে বিনিয়ে প্রেম-প্রীতি করা তাদের শোভা পায় না। এটা কিন্তু মোটেও সঠিক কথা নয়। প্রকৃত সত্য হলো, আল্লাহ ভীরু লোক কেবল একটি বিষয় নিয়ে মেতে থাকে না এবং কোনো এক দিকে ঝুকে পড়ে না। বরং সে সকল দিকে খেয়াল রাখে এবং তার উপর অর্পিত সকল প্রকার দায়িত্ব সুচারুভাবে পালন করে। যেহেতু বিবাহ করা এবং স্ত্রীর সাথে সুসম্পর্ক রক্ষা করা ইসলামের গুরুত্বপূর্ণ একটি দায়িত্ব। তাই প্রকৃত মুমিন এ বিষয়ে গাফেল থাকে না। মহান রব্বুল আলামীনের ন্যায় বিচারের একটি প্রমাণই হলো তিনি তার বান্দাদের উপর কেবলই বাধা-নিষেধ আরোপ করেন নি বরং একদিকে যেমন বাধা-নিষেধ আরোপ করেছেন

অন্য দিকে বৈধভাবে দুনিয়ার নাজ-নেয়ামত উপভোগ করার সুযোগ করে দিয়েছেন। শুকর বা মদ হারাম করা হয়েছে কিন্তু হাজার হাজার খাদ্য ও পানীয় গ্রহণ করা বৈধ করা হয়েছে। মেয়েদের সাথে অবৈধ সম্পর্ক স্থাপন করাকে মারাত্মক পাপ হিসেবে গণ্য করা হয়েছে। এই অবৈধ সম্পর্কে যে অর্থ ব্যায় করা হয় তাও হারাম ঘোষণা করা হয়েছে। কিন্তু বিবাহিতা স্ত্রীর সাথে প্রেমপূর্ণ সম্পর্ক স্থাপণ করা হলে সেটা যে কেবল বৈধ হবে তাই নয় বরং অত্যাধিক গুরুত্বপূর্ণ একটি সওয়াবের কাজ বলে গণ্য হবে। রসুলুল্লাহ্ ﷺ বলেন,

وَفِي بُضْعِ أَحَدِكُمْ صَدَقَةٌ، قَالُوا: يَا رَسُولَ الله، أَيَأْتِي أَحَدُنَا شَهْوَتَهُ وَيَكُونُ لَهُ فِيهَا أَجْرٌ؟ قَالَ: «أَرَأَيْتُمْ لَوْ وَضَعَهَا فِي حَرَامٍ أَكَانَ عَلَيْهِ فِيهَا وِزْرٌ؟ فَكَذَلِكَ إِذَا وَضَعَهَا فِي الْحَلَالِ كَانَ لَهُ أَجْرٌ

তোমরা স্ত্রীর সাথে মিলিত হলে তাতে সাদকা করার সওয়াব হয়। সাহাবায়ে কিরাম বললেন, হে আল্লাহর রাসুল আমরা নিজেদের প্রয়োজন মেটানোর জন্য এটা করি আর এতে সওয়াব হবে!

রসুলুল্লাহ ﷺ বলেন, বলোতো, যদি সে হারামভাবে এই কাজটি করতো তবে কি তার পাপ হতো না? একইভাবে সে বৈধভাবে এটি করলে তার সওয়াব হবে।

[সহীহ মুসলিম]

মানুষকে হারাম থেকে ফিরিয়ে হালালের দিকে ধাবিত করার জন্য এ ধরণের শিক্ষার প্রভাব কতটা সুদূরপ্রসারী তা বুদ্ধিমান ব্যক্তি মাত্র বুঝতে সক্ষম হবেন বলে আমার বিশ্বাস। এছাড়া আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় রয়েছে। মানুষ সাধারণত বিয়ে করে না খরচের ভয়ে। অনেকেই আছে ত্রিশ-চল্লিশ বছর পর্যন্ত বিয়ে না করে কাটিয়ে দেয়। যার-তার সাথে অবৈধ সম্পর্ক স্থাপন করে নিজের প্রয়োজন মিটিয়ে নেয়। এসবই করে খরচ-খরচার ভয়ে। অথচ রসুলুল্লাহ ﷺ বলেন,

إِذَا أَنْفَقَ الْمُسْلِمُ نَفَقَةً عَلَى أَهْلِهِ، وَهُوَ يَحْتَسِبُهَا، كَانَتْ لَهُ صَدَقَةً

যখন কোনো মুসলিম তার পরিবারের লোকদের

উপর খরচ করে আর সওয়াবের আশা করে তবে সেটা তার জন্য সদাকা হিসেবে গণ্য হয়। [বুখারী]

অন্য হাদীসে আল্লাহর রাস্তায় দান করা, দাস মুক্তিতে সম্পদ ব্যয় করা, মিসকিনকে দান করা এবং নিজের পরিবারের উপর ব্যয় করা ইত্যাদি বিভিন্ন প্রকার খরচের কথা উল্লেখ করে রসুলুল্লাহ ﷺ বলেন,

أَعْظَمُهَا أَجْرًا الَّذِي أَنْفَقْتَهُ عَلَى أَهْلِكَ

এর মধ্যে সর্বাপেক্ষা বেশি সওয়াব হলো যা তুমি তোমার পরিবারের উপর ব্যয় করো। [সহীহ মুসলিম]

এসব হাদীস জানা থাকলে মানুষ বুঝবে স্ত্রী-সন্তানকে এড়িয়ে চলাটা বুযুর্গী নয় বরং স্ত্রী সন্তানের সাথে সুসম্পর্ক স্থাপন করা এবং তাদের পিছনে শরীয়ত সম্মতভাবে খরচ-খরচা করাটাই আসলে বুযুর্গী। নারী জাতির প্রতি পুরুষের যে দূর্বলতা যাকে প্রেম বা ভালবাসা বলে, বিবাহের মাধ্যমে

নিজের স্ত্রীর সাথে সেই প্রেম ভালবাসাতে লিপ্ত হওয়াটা লজ্জার বিষয় নয়। তাতে সংকোচ বোধ করারও কোনো কারণ নেই। রসুলুল্লাহ ﷺ এর পালকপুত্র যায়দ ﷺ এর স্ত্রী যয়নাব ﷺ এর তালাক হয়ে গেলে মহান আল্লাহ তার সাথে রসুলুল্লাহ ﷺ কে বিবাহ করার নির্দেশ দেন। যাতে মানুষ বুঝতে পারে পালকপুত্র নিজের পুত্রের মতো নয়। মানুষ এ পদক্ষেপে কি মনে করবে এই ভেবে যাতে রসুলের মনে কোনো লজ্জার অনুভুতি বা সংকোচ সৃষ্টি না হতে পারে সে জন্য মহান রব্বুল আলামীন রসুলুল্লাহ ﷺ কে উদ্দেশ্য করে বলেন,

{مَا كَانَ عَلَى النَّبِيِّ مِنْ حَرَجٍ فِيمَا فَرَضَ} [الأحزاب: ٣٨]

আল্লাহ যে বিধান দিয়েছেন সে ব্যাপারে নবীর জন্য সংকোচের কোনো কারণ নেই। [আহযাব/৩৮]

প্রতিটি মুমিনের ক্ষেত্রেই একই বিধান। মহান রব্বুল আলামীন যা বৈধ করেছেন বা যে বিধান দিয়েছেন সে ব্যাপারে কোনো মু'মিনের অন্তরে

লজ্জা ও সংকোচের কোনো কারণ থাকতে পারে না। যারা অবৈধ কাজ করে লজ্জা তো তাদেরই পাওয়া উচিৎ। নিজের বিবাহিতা স্ত্রীর সাথে প্রেম করতে তাই প্রকৃত মু'মিন লজ্জা পায় না। তাইতো আমরা দেখি স্বয়ং রসুলুল্লাহ ﷺ তার স্ত্রীদের সাথে গভীর প্রেমপূর্ণ আচরণ করেছেন। কেবল তাই নয় সকল সাহাবাদের সামনে সে প্রেম-ভালবাসার কথা অকপটে স্বীকার করেছেন। খাদিজা ﵂ সম্পর্কে তিনি বলেন, (إِنِّي قَدْ رُزِقْتُ حُبَّهَا) "আমার অন্তরে তার জন্য আল্লাহ ভালবাসা সৃষ্টি করে দিয়েছেন।"

[সহীহ মুসলিম]

একজন সাহাবী প্রশ্ন করেন,

يَا رَسُولَ اللهِ مَنْ أَحَبُّ النَّاسِ إِلَيْكَ

হে আল্লাহর রাসুল, আপনার নিকট সর্বাপেক্ষা প্রিয় মানুষ কে?

রসুলুল্লাহ ﷺ তৎক্ষনাৎ উত্তর দিলেন, আয়েশা।

উক্ত সাহাবী বললেন, পুরুষদের মধ্যে কে বেশি প্রিয়? রসুলুল্লাহ ﷺ বললেন, (أبوها) অর্থাৎ তার বাবা। [তিরমিযী]

দেখা যাচ্ছে আয়েশা ﵂ যে রসুলের নিকট সর্বাধিক প্রিয়ভাজন ও ভালবাসার পাত্র তা তিনি অকপটে স্বীকার করেছেন। শেষে যখন পুরুষদের মধ্যে কে বেশি প্রিয় এমন প্রশ্ন করা হয়েছে তিনি বলেছেন তার বাবা তথা আবু বকর ﵁। অর্থাৎ সেক্ষেত্রেও সরাসরি আবু বকর ﵁ এর নাম না বলে আয়েশা ﵂ এর মাধ্যমেই তার পরিচয় দিয়েছেন। এর মাধ্যমে স্ত্রীর প্রতি তার গভীর ভালবাসার সুস্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। এ ভালবাসার কথা তিনি নিজেই স্ত্রীদের সামনে স্পষ্টভাবে উল্লেখ করতেন।

একটি লম্বা হাদিস থেকে জানা যায়, রসুলুল্লাহ ﷺ তার স্ত্রীদের নানা রকম গল্প-কাহিনী শোনাতেন। একবার তিনি আয়েশা ﵂ কে কয়েকজন মহিলার গল্প শোনান যারা নিজেদের মধ্যে কার স্বামী কেমন

সে বিষয়ে আলোচনা করছিল। তাদের মধ্যে সবাই নিজেদের স্বামীকে নানাভাবে নিন্দা-মন্দ করে। কেবল উম্মে যার নামের এক মহিলা তার স্বামী আবু যারকে ভীষণ প্রশংসা করে। সে তাকে কত ভালবাসতো এবং তার কাছে সে কত সুখে ছিল এসব কাহিনী শোনায়। রসুলুল্লাহ ﷺ আয়েশা ﷺ কে বলেন,

فَكُنْتُ لَكِ كَأَبِي زَرْعٍ لِأُمِّ زَرْعٍ

উম্মে যারের নিকট আবু যার যেমন তোমার নিকট আমিও তেমন।

[সহীহ মুসলিম]

অর্থাৎ উম্মে যারকে আবু যার যেমন ভালবাসতো আমিও তোমাকে ততটা ভালবাসী। আয়েশা ﷺ এটা শুনে বলে ওঠেন,

بَلْ أَنْتَ خَيْرٌ إِلَيَّ مِنْ أَبِي زَرْعٍ

বরং আপনি আমার কাছে তার চেয়েও উত্তম।

[বাইহাক্বী-সুনানে কুবরা]

অর্থাৎ আপনি আমাকে তার চেয়েও বেশি ভালবাসেন বা আমি আপনার নিকট তার চেয়েও বেশি সুখে আছি।

এমনিভাবেই রসুলুল্লাহ ﷺ নিজের স্ত্রীদের সাথে প্রেম নিবেদন করতেন। স্ত্রীরাও তাকে অনুরূপ কথাই শোনাতো। অথচ বর্তমানে আমরা এই গুরুত্বপূর্ণ সুন্নাতটি অবজ্ঞাভরে পরিত্যাগ করছি। একারণে আমাদের দাম্পত্য জীবন বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই সুখের নীড়ে পরিণত হওয়ার বদলে অগ্নিকুন্ডে পরিণত হচ্ছে। আসলে সর্বক্ষেত্রেই রসুলের সুন্নাত মেনে চলার মধ্যেই সফলতা। আর তা পরিত্যাগ করার মধ্যেই যত অশান্তি।

বর্তমানে অনেকেই আছে নিজের স্ত্রীর প্রতি ভালবাসার কথা মুখে আনতে ঠোঁট কেটে যায়। অথচ গোপনে কত রকম অবৈধ সম্পর্কে জড়ায় তার হিসেব থাকে না। এদেরই বলে ওপরে ফিট-ফাট ভিতরে সদরঘাট। ইসলামের নীতি এর

উল্টো। স্ত্রীর প্রতি ভালবাসা স্ত্রীর নিকট তো প্রকাশ করতেই হবে এমনকি প্রয়োজনে অন্য মানুষকেও শোনাতে হবে যাতে তারা শিক্ষা নিতে পারে। যেমনটি রসুলুল্লাহ ﷺ করেছেন। তিনি তার স্ত্রীদের সামনে তো বটেই এমনকি তার সাহাবাদের সামনেও স্ত্রীদের প্রতি ভালবাসার স্বীকৃতি দিয়েছেন। এমনকি তিনি সুস্পষ্টভাবে বলেছেন,

حُبِّبَ إِلَيَّ مِنَ الدُّنْيَا النِّسَاءُ وَالطِّيبُ

দুনিয়ার সব জিনিসের মধ্যে আমার নিকট স্ত্রী ও সুগন্ধীকে প্রিয় করে দেওয়া হয়েছে। [নাসায়ী]

বর্তমান যুগের আলেম-ওলামারা এই সুন্নাত অনুসরণ করলে তাদের ছাত্র ও অনুসারী এবং সাধারণ মানুষ হয়তো অবৈধ প্রেম-প্রীতি পরিত্যাগ করে বিবাহিত স্ত্রীর সাথে বৈধ সম্পর্ক স্থাপনে স্বচেষ্ট হতো।

মোট কথা স্ত্রীর প্রতি প্রেম বা ভালবাসাজনিত দূর্বলতা স্ত্রীর সামনে বা শিক্ষার উদ্দেশ্যে অন্য কারও সামনে প্রকাশ করা মোটেও লজ্জার বিষয়

নয়। বরং এতে অনেক কল্যাণ রয়েছে। খারাপ লোকেরা নিজেদের অবৈধ সম্পর্কের গল্প মানুষকে শুনিয়ে সবাইকে খারাপের দিকে আকৃষ্ট করার চেষ্টা করে। মুমিনদের উচিৎ তাদের বৈধ সম্পর্কের কথা মানুষকে শুনিয়ে তাদের বৈধ জিনিসের দিকে আকৃষ্ট করার চেষ্টা করা। অবশ্য এ ক্ষেত্রে লক্ষ্য রাখতে হবে যেনো বিষয়টি সীমালঙ্ঘন না করে। নিজের স্ত্রীর একান্ত অন্তরঙ্গ বিষয়গুলো কারো নিকট প্রকাশ করে দেওয়া উচিৎ নয়। এ ব্যাপারে হাদিসে নিষেধাজ্ঞা আছে। রসুলুল্লাহ ﷺ বলেন,

إِنَّ مِنْ أَشَرِّ النَّاسِ عِنْدَ اللهِ مَنْزِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ، الرَّجُلَ يُفْضِي إِلَى امْرَأَتِهِ، وَتُفْضِي إِلَيْهِ، ثُمَّ يَنْشُرُ سِرَّهَا

সর্বাপেক্ষা নিকৃষ্ট হলো ঐ ব্যক্তি যে তার স্ত্রীর সাথে নির্জনে মিলিত হয় এবং তার স্ত্রী তার সাথে নির্জনে মিলিত হয় তারপর ঐ ব্যক্তি তার স্ত্রীর গোপন বিষয়সমূহ (সহবাসের সময় তার স্ত্রী যেসব আচরণ করে) প্রকাশ করে দেয়। [মুসলিম]

অতএব, কেবল হাসি-তামাশা বা মজা করার জন্য স্ত্রীর গোপন কথা প্রকাশ করা অনুচিত। বরং শিক্ষার উদ্দেশ্যে যতটুকু না বললেই নয় ততটুকুই বলা উচিৎ। যেভাবে আয়েশা ﵂ এবং রসুলুল্লাহ ﷺ এর অন্যান্য স্ত্রীরা উম্মতকে শিক্ষা দেওয়ার জন্য তাদের দাম্পত্য জীবনের অনেক গোপন কথা প্রকাশ করেছেন। যার কিছু অংশ এই গ্রন্থেই বর্ণিত হবে ইনশাআল্লাহ।

পরস্পরের অবদান স্বীকার করা

একটা সুখী দাম্পত্য জীবন গড়ে তোলার জন্য এ বিষয়টি অত্যন্ত জরুরী। একত্রে থাকতে গেলে একে-অপরের প্রতি কিছু ভুল ত্রুটি সব সময়ই হয়ে যায়। যদি কেবল সেই ভুল-ত্রুটিকে মনে রাখা হয় তবে সুসম্পর্ক বজায় রাখা কঠিন হয়ে যাবে। কিন্তু যদি স্বামী-স্ত্রী উভয়েই একে অপরের উত্তম বিষয়গুলোর কথা স্মরণ করে বা একে অপরের অবদান স্বীকার করে তবে নিজেদের ভুল-ত্রুটিকে উপেক্ষা করে একে অপরের সাথে গভীর সম্পর্ক স্থাপন করা সম্ভব হবে। এভাবে স্বামী স্ত্রীর ভুল-

ত্রুটিকে উপেক্ষা করে একে অপরের অবদানকে স্বীকার করার ব্যাপারে কুরআন হাদীসে ব্যাপক উৎসাহ প্রদান করা হয়েছে। মহান রব্বুল আলামীন বলেন,

{وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا} [النساء: ١٩]

স্ত্রীদের সাথে তোমরা উত্তমভাবে বসবাস করো। যদি তোমরা তাদের অপছন্দ করো তবু আল্লাহ হয়তো তোমরা যা অপছন্দ করো তার মধ্যেই প্রচুর কল্যাণ প্রদান করবেন। [নিসা/১৯]

রসুলুল্লাহ ﷺ বলেন,

لَا يَفْرَكْ مُؤْمِنٌ مُؤْمِنَةً، إِنْ كَرِهَ مِنْهَا خُلُقًا رَضِيَ مِنْهَا آخَرَ

মুমিন পুরুষ যেনো মুমিন স্ত্রীর প্রতি বিগড়ে না যায়। কেননা হয়তো সে তার একটি বিষয় অপছন্দ করবে কিন্তু অন্য বিষয় তার পছন্দ হবে। [সহীহ মুসলিম]

মেয়েদের উদ্দেশ্যে রসুলুল্লাহ ﷺ বলেন,

أُرِيتُ النَّارَ فَإِذَا أَكْثَرُ أَهْلِهَا النِّسَاءُ، يَكْفُرْنَ» قِيلَ: أَيَكْفُرْنَ بِاللَّهِ؟ قَالَ: " يَكْفُرْنَ العَشِيرَ، وَيَكْفُرْنَ الإِحْسَانَ، لَوْ أَحْسَنْتَ إِلَى إِحْدَاهُنَّ الدَّهْرَ، ثُمَّ رَأَتْ مِنْكَ شَيْئًا، قَالَتْ: مَا رَأَيْتُ مِنْكَ خَيْرًا قَطُّ

আমি জাহান্নামের দিকে দৃষ্টি দিয়ে দেখলাম সেখানকার বেশিরভাগ অধিবাসী নারী। তারা কুফরী করে। প্রশ্ন করা হলো, তারা কি আল্লাহর সাথে কুফরী করে? রসুলুল্লাহ ﷺ বললেন, তারা অবদান অস্বীকার করে। যদি তুমি তাদের কারো সাথে সারাটা জীবন ভাল আচরণ করো কিন্তু কোনো একদিন তোমার মধ্যে কোনো খারাপ কিছু দেখে তবে বলবে, তোমার কাছে জীবনেও কোনো ভাল আচরণ পায় নি। [বুখারী ও মুসলিম]

দেখা যাচ্ছে স্বামীর অবদান অস্বীকার করার যে অভ্যাস মেয়েদের মধ্যে আছে রসুলুল্লাহ ﷺ তাকে কুফরীর সাথে তুলনা করেছেন। বর্তমানে একটা

দোষ-ত্রুটি প্রকাশ হয়ে গেলেই অতীতের সব উত্তম আচরণের কথা ভুলে যাওয়ার কারণে অনেক সংসার ভেঙে যায়। যদি তারা একে-অপরের অতীত গুণাবলী এবং উত্তম আচরণের কথা স্মরণ রাখতো তবে তাদের মধ্যে কিছু মনমালিন্য হলেও সম্পর্কের অবনতি ঘটতো না। রসুলুল্লাহ ﷺ কিন্তু এ বিষয়ে অতি উত্তম একটা দৃষ্টান্ত রেখে গিয়েছেন। মা খাদেজাকে তিনি যখন বিয়ে করেন তখন তার নিজের বয়স ছিল পঁচিশ বছর আর মা খাদেজার বয়স ছিল চল্লিশ বছর। এই বয়সের ব্যবধানকে মা খাদেজা উত্তম আচরণ ও গভীর ভালবাসার মাধ্যমে পুষিয়ে নিয়েছিলেন। রসুলুল্লাহ ﷺ এর মনে তার সেই সব উত্তম আচরণের প্রভাব এমনভাবেই দাগ কাটে যে মা খাদেজা বেঁচে থাকতে তিনি আর কোনো নারীকে বিবাহ করেননি। অথচ সেযুগে আরবে বহুবিবাহের বহুল প্রচলন ছিল। এমনকি মা খাদেজা মারা যাওয়ার বেশ কিছু বছর পর রসুল যখন একাধিক নারীকে বিবাহ করেছেন এবং গোটা

আরবকে জয় করেছেন তখনও তিনি তাকে ভুলতে পারেননি। মা খাদেজার ব্যাপারে তিনি এমনই ভালবাসা প্রকাশ করতেন যে তার একমাত্র কুমারী স্ত্রী আয়েশা ﵂ তাকে ঈর্ষা করতেন। আয়েশা ﵂ নিজেই বলেন,

مَا غِرْتُ عَلَى أَحَدٍ مِنْ نِسَاءِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، مَا غِرْتُ عَلَى خَدِيجَةَ، وَمَا رَأَيْتُهَا، وَلَكِنْ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُكْثِرُ ذِكْرَهَا، وَرُبَّمَا ذَبَحَ الشَّاةَ ثُمَّ يُقَطِّعُهَا أَعْضَاءً، ثُمَّ يَبْعَثُهَا فِي صَدَائِقِ خَدِيجَةَ، فَرُبَّمَا قُلْتُ لَهُ: كَأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ فِي الدُّنْيَا امْرَأَةٌ إِلَّا خَدِيجَةُ، فَيَقُولُ إِنَّهَا كَانَتْ، وَكَانَتْ، وَكَانَ لِي مِنْهَا وَلَدٌ

খাদিজার ব্যাপারে আমি যতটা ঈর্ষা অনুভব করতাম আল্লাহর রসুলের অন্য কোনো স্ত্রীর ব্যাপারে তা করতাম না। অথচ আমি তাকে দেখিনি। কিন্তু রসুলুল্লাহ ﷺ খুব বেশি বেশি তার কথা স্মরণ করতেন। কখনও কখনও ছাগল যবাই করলে বিভিন্নভাগে ভাগ করে খাদিজার পরিচিতজনদের নিকট তা প্রেরণ করতেন। মাঝে মাঝে আমি বলতাম খাদিজা ছাড়া কি আর কোনো মেয়ে

দুনিয়াতে ছিল না! রসুলুল্লাহ ﷺ বলতেন, খাজিদা তো এমন ছিল, অমন ছিল, তার গর্ভে আমার সন্তান হয়েছিল ইত্যাদি।

[বুখারী]

একটি হাদিসে এসেছে, আয়েশা ﵂ একদিন রসুলুল্লাহ ﷺ কে বলেন, কুরাইশ গোত্রের ঐ বয়স্ক মহিলার বদলে তো আল্লাহ আপনাকে উত্তম স্ত্রী প্রদান করেছেন। কথাটা শুনে রসুলুল্লাহ ﷺ ভীষণ রেগে যান। [সহীহু ইবনে হিব্বান]

অর্থাৎ রসুলুল্লাহ ﷺ খাদিজা ﵂ অপেক্ষা অধিক সুন্দরী এবং কম বয়স্ক স্ত্রী পাওয়া সত্ত্বেও খাদিজা ﵂ কে ভুলতে পারেননি। তার মৃত্যুর অনেক পরেও তার অবদান তিনি মনে রেখেছেন। এমনভাবে যদি স্বামী-স্ত্রী একে অন্যের অবদান মনে রাখে এবং তার স্বীকৃতি প্রদান করে তবে পরস্পরের মধ্যে সুস্পর্ক স্থাপনের ব্যাপারে তা নিঃসন্দেহে সহযোগী হবে।

স্ত্রীদের বৈধ বিনোদনের সুযোগ দেওয়া

ইসলামী বিধানে সাধারণত মেয়েরা ঘরে বন্দি থাকে। তারা ঘরের কাজ করে, ছেলে-সন্তানদের পালন করে। পুরুষ মানুষ বাইরের কার্যাবলী সম্পাদন করে। বাইরের নতুন নতুন জিনিস দেখা আর নতুন অভিজ্ঞতা অর্জন করার সুযোগ তাদের হয়। এতে তাদের অন্তর পরিতুষ্ট হয়। মেয়েদের এটা সচারাচর হয় না। তাদের জীবনটা ঘরোয়া পরিবেশেই কাটাতে হয়। এটাই মহান আল্লাহ ও তার রসুলের নীতি। এর মধ্যে অনেক কল্যাণ নিহিত আছে। ঘরোয়া পরিবেশে থাকার কারণে বিনোদনের সুযোগ মেয়েদের খুব কমই হয়। তাই স্বামীর উপর দায়িত্ব হলো, সুযোগ হলে পর্দার নিয়মনীতি রক্ষা করে স্ত্রীর জন্য কিছু বিনোদনের ব্যবস্থা করা। রসুলুল্লাহ ﷺ এ দিকে সতর্ক দৃষ্টি রেখেছেন। স্ত্রীরা বিনোদনের উদ্দেশ্যে বৈধ যেসব কাজ করতো সেগুলো তো তিনি অবাধে মেনে

নিতেন অনেক সময় নিজেই আগ্রহ করে স্ত্রীকে মজাদার কিছু দর্শন করার জন্য সুযোগ করে দিতেন।

একটি হাদীসে এসেছে,

عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ أَبَا بَكْرٍ، دَخَلَ عَلَيْهَا وَعِنْدَهَا جَارِيَتَانِ فِي أَيَّامِ مِنًى، تُغَنِّيَانِ وَتَضْرِبَانِ، وَرَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُسَجًّى بِثَوْبِهِ، فَانْتَهَرَهُمَا أَبُو بَكْرٍ، فَكَشَفَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْهُ، وَقَالَ: «دَعْهُمَا يَا أَبَا بَكْرٍ فَإِنَّهَا أَيَّامُ عِيدٍ»

আয়েশা ﵂ বলেন, মিনার দিনগুলোতে তথা ঈদুল আজহার সময়ে আবু বকর ﵁ তার নিকট এসে দেখলেন দুজন বালিকা দফ বাজিয়ে গান করছে। রসুলুল্লাহ ﷺ নিজের মুখ ঢাকা অবস্থায় সেখানে ছিলেন। আবু বকর ﵁ বালিকাদুটিকে ধমক দিলেন। রসুলুল্লাহ ﷺ নিজের মুখটি খুলে বললেন, হে আবু বকর ওদের ছেড়ে দাও। আজ তো ঈদের দিন। [সহীহ মুসলিম]

রসুলুল্লাহ ﷺ হযরত আয়েশা ﷺ কে বালিকা বয়সে বিবাহ করেছেন। ক্রীড়া-কৌতুকের প্রতি তার সখ-আহলাদও ছিল একটু বেশি। রসুলুল্লাহ ﷺ সেদিকে লক্ষ্য রেখে আয়েশা ﷺ এর জন্য খেলা-ধুলার পরিবেশ সৃষ্টি করে দিতেন। আয়েশা ﷺ বলেন,

كُنْتُ أَلْعَبُ بِالْبَنَاتِ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَكَانَ لِي صَوَاحِبُ يَلْعَبْنَ مَعِي، «فَكَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا دَخَلَ يَتَقَمَّعْنَ مِنْهُ، فَيُسَرِّبُهُنَّ إِلَيَّ فَيَلْعَبْنَ مَعِي

আমি রসুলুল্লাহ ﷺ এর নিকট পুতুল খেলতাম। আমার কিছু বান্ধবী ছিল যারা আমার সাথে খেলতো। রসুলুল্লাহ ﷺ যখনই আসতেন তারা (ভয়ে বা লজ্জা পেয়ে) পালিয়ে যেতো। রসুলুল্লাহ ﷺ তাদেরকে আমার নিকট পাঠিয়ে দিতেন ফলে তারা আবার এসে আমার সাথে খেলা-ধুলা করতো। [বুখারী ও মুসলিম]

রসুলুল্লাহ ﷺ যে আয়েশা ﷺ কে কেবল খেলা-ধুলার সুযোগ করে দিতেন তাই নয় বরং নিজেও তার খেলার বিষয়ে আগ্রহ দেখাতেন এবং খেলনার

বিষয়ে প্রশ্ন করতেন। বাচ্চা মেয়েরা নিজেদের খেলার বিষয়ে বড়দের আগ্রহ প্রকাশ করতে দেখলে অত্যাধিক খুশি হয়। একটি হাদীসে এসেছে আয়েশা ﵂ বলেন,

قَدِمَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ غَزْوَةِ تَبُوكَ، أَوْ خَيْبَرَ وَفِي سَهْوَتِهَا سِتْرٌ، فَهَبَّتْ رِيحٌ فَكَشَفَتْ نَاحِيَةَ السِّتْرِ عَنْ بَنَاتٍ لِعَائِشَةَ لُعَبٍ، فَقَالَ: «مَا هَذَا يَا عَائِشَةُ؟» قَالَتْ: بَنَاتِي، وَرَأَى بَيْنَهُنَّ فَرَسًا لَهُ جَنَاحَانِ مِنْ رِقَاعٍ، فَقَالَ: «مَا هَذَا الَّذِي أَرَى وَسْطَهُنَّ؟» قَالَتْ: فَرَسٌ، قَالَ: «وَمَا هَذَا الَّذِي عَلَيْهِ؟» قَالَتْ: جَنَاحَانِ، قَالَ: «فَرَسٌ لَهُ جَنَاحَانِ؟» قَالَتْ: أَمَا سَمِعْتَ أَنَّ لِسُلَيْمَانَ خَيْلًا لَهَا أَجْنِحَةٌ؟ قَالَتْ: فَضَحِكَ حَتَّى رَأَيْتُ نَوَاجِذَهُ

রসুলুল্লাহ ﷺ তাবুক অথবা খায়বার যুদ্ধ থেকে যখন ফিরে আসলেন তখন আয়েশা ﵂ এর খেলনার উপর একটা কাপড় দিয়ে ঢাকা ছিলো। হঠাৎ একটা বাতাস প্রবাহিত হয়ে কাপড়ের একটা দিক সরে গিয়ে আয়েশা ﵂ এর পুতুলগুলো প্রকাশিত হয়ে

পড়ে। রসুলুল্লাহ ﷺ বললেন, হে আয়েশা এগুলো কি? আয়েশা ﷺ বললেন, আমার মেয়ে (খেলনার পুতুল)। তার মধ্যে একটি ঘোড়া ছিল যার দুটি কাপড়ের ডানা ছিল। রসুলুল্লাহ ﷺ বললেন, মাঝখানে এটা আবার কি? আয়েশা ﷺ বললেন, ঘোড়া। রসুলুল্লাহ ﷺ বললেন, ঘোড়ার পিঠের উপরে এটা আবার কি? আয়েশা ﷺ বললেন, পাখা। রসুলুল্লাহ ﷺ অবাক হয়ে বললেন, ঘোড়া, তার আবার পাখা! আয়েশা ﷺ বললেন, কেনো? আপনি শোনেন নি, নবী সুলাইমানের পাখা ওয়ালা ঘোড়া ছিল? কথাটা শুনে রসুলুল্লাহ ﷺ এমনভাবে হেসে ওঠেন যে তার মাড়ির দাত প্রকাশিত হয়ে পড়ে। [আবু দাউদ]

অন্য হাদীসে এসেছে আয়েশা ﷺ বলেন,

كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَالِسًا فَسَمِعْنَا لَغَطًا وَصَوْتَ صِبْيَانٍ، فَقَامَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِذَا حَبَشِيَّةٌ تَزْفِنُ وَالصِّبْيَانُ حَوْلَهَا، فَقَالَ: «يَا عَائِشَةُ تَعَالَيْ

فَانْظُرِي» . فَجِئْتُ فَوَضَعْتُ لَحْيَيَّ عَلَى مَنْكِبِ رَسُولِ اللهَّ صَلَّى اللهُّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَجَعَلْتُ أَنْظُرُ إِلَيْهَا مَا بَيْنَ الْمَنْكِبِ إِلَى رَأْسِهِ، فَقَالَ لِي: «أَمَا شَبِعْتِ، أَمَا شَبِعْتِ» . قَالَتْ: فَجَعَلْتُ أَقُولُ لَا لِأَنْظُرَ مَنْزِلَتِي عِنْدَهُ

একদিন রসুলুল্লাহ ﷺ বসে ছিলেন হঠাৎ হৈ চৈ আর বাচ্চাদের চিৎকার-চেঁচামেচি শোনা গেলো। তিনি উঠে গিয়ে দেখেন হাবশীরা গান-বাজনা করছে আর বাচ্চারা তাদের চারিদিকে ভিড় জমিয়েছে। তিনি বললেন, আয়েশা এসে দেখে যাও। তখন আমি সেখানে গিয়ে রসুলুল্লাহ ﷺ এর কাধের উপর আমার মুখ রেখে তাদের খেলা দেখতে লাগলাম। তিনি বারবার বলছিলেন, তোমার সাধ মিটেছে! আমি প্রতিবারই না বলছিলাম, তিনি আমাকে কত ভালবাসেন তা পরখ করার জন্য। [তিরমিযী]

অন্য হাদীসে এসেছে আয়েশা ﵂ বলেন,

يَسْتُرُنِي بِرِدَائِهِ، لِكَيْ أَنْظُرَ إِلَى لَعِبِهِمْ، ثُمَّ يَقُومُ مِنْ أَجْلِي، حَتَّى

أَكُونَ أَنَا الَّتِي أَنْصَرِفُ

রসুলুল্লাহ ﷺ আমাকে চাদর দিয়ে আড়াল করে রাখতেন আর আমি হাবশীদের খেলা দেখতাম। আমার জন্য তিনি দাড়িয়েই থাকতেন যতক্ষণ না আমি নিজেই (ক্লান্ত হয়ে) ফিরে আসতাম। [মুসলিম]

বলা বাহুল্য যে, রসুলুল্লাহ ﷺ নিজে এসব ক্রীড়া কৌতুক দেখে মজা পেতেন তেমন নয় বরং তার বালিকা স্ত্রী এসব দেখে মজা পাচ্ছে তাই ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করতেন। স্ত্রীর সুখের জন্য এভাবে তিনি তার মূল্যবান সময় ব্যয় করেছেন। বর্তমান যুগের অনেক বুযূর্গের সময় রসুলুল্লাহ ﷺ এর চেয়েও বেশি দামী। তাইতো তারা স্ত্রীর সখ-আহলাদ পুরা করার পিছনে সময় ব্যায় করা অনর্থক মনে করে। কিন্তু এর মাধ্যমে যে স্ত্রীর হক অস্বীকার করা হয় যা ইসলামের দৃষ্টিতে অন্যায় সেটা তারা লক্ষ্য করে না। তাছাড়া স্ত্রীর সাথে মধুর সম্পর্ক স্থাপনের মজাটা যে কত গভীর সেটাও তাদের অজানা।

স্বামীর কাধের উপর মুখ রেখে বালিকা বধু এক নাগাড়ে দাড়িয়ে রয়েছে দৃশ্যটা কত রোমান্টিক সেটা এদের চোখে ধরা পড়ে না। দুনিয়ার বৈধ ভোগ-উপভোগ থেকেও তারা বঞ্চিত। আল্লাহ আমাদের সবাইকে দুনিয়া ও আখিরাতে উত্তম জীবন দান করুন।

স্ত্রীর সাথে গল্প-গুজব করা

যার সাথে মনের মিল থাকে আর গভীর সম্পর্ক থাকে তার সাথে গল্প-গুজব করে মজা পাওয়া যায়। একারণে দেখা যায় বন্ধু-বান্ধবদের সাথে আড্ডা দিয়ে অকারণে সময় নষ্ট করার ব্যাপারেও কেউ বিরক্তি অনুভব করে না। প্রেমিকার সাথে আষাঢ়ে গল্প জুড়ে দিতেও কেউ পিছপা হয় না। তবে স্ত্রীর সাথে আড্ডা বা গল্প-গুজবের কথা সাধারণত কেউ কল্পনাও করে না। স্বামী-স্ত্রী যতটুকু সময় পায় নিজেদের মধ্যে কেবলই খুটি-নাটি বিষয়ে ঝগড়া-ঝাটি করে যা কিনা অনেক সময় মারপিটের পর্যায়ে

পৌঁছে যায়। এসব কারণে অনেকে অধিক রাতে বাড়ি ফেরে যাতে স্ত্রী ঘুমিয়ে পড়ে আর ঝগড়া করতে না হয়।

রসুলুল্লাহ ﷺ কিন্তু সময়-সুযোগ পেলেই স্ত্রীদের সাথে সাক্ষাত করতেন এবং গল্প-গুজব করতেন। উপরে আমরা একটি হাদীস উল্লেখ করেছি যেখানে বলা হয়েছে, রসুলুল্লাহ ﷺ আয়েশা ﷺ কে গল্প শুনাতেন। কিছু মহিলা একত্রিত হয়ে নিজেদের স্বামীদের বিষয়ে আলোচনা করছিল এই লম্বা গল্পটি রসুলুল্লাহ ﷺ তাকে শোনান। তারা কে কি বলছিল সেটা বিস্তারিত উল্লেখ করেন। তাদের মধ্যে একটি স্ত্রী তার স্বামীর খুব প্রশংসা করেছিল এটা বর্ণনা করার পর রসুলুল্লাহ ﷺ আয়েশা ﷺ কে বলেন, তোমার জন্য আমি এই রকম স্বামী। আয়েশা ﷺ বলেন, না বরং আপনি তার চেয়েও উত্তম। [বুখারী]

এভাবে স্ত্রীকে ভালবাসার কথা শোনানো উচিৎ। অনেক পুরুষ আছে স্ত্রীকে কখনও বলে না যে আমি তোমাকে ভালবাসি। বেশিরভাগ স্ত্রীও এটা করে না।

হয়তো তারা প্রকৃতই একে অপরকে ভালবাসে কিন্তু মুখে উচ্চারণ করতে লজ্জা পায়। অথচ এর মধ্যে লজ্জার কিছু নেই। বরং এভাবে একে অপরের প্রতি ভালবাসার কথা প্রকাশ্যে স্বীকার করলে ভালবাসা আরও বৃদ্ধি পায়। রসুলুল্লাহ ﷺ বলেন,

إِذَا أَحَبَّ الرَّجُلُ أَخَاهُ فَلْيُخْبِرْهُ أَنَّهُ يُحِبُّهُ

যদি কোনো একজন ব্যক্তি অন্য কোনো ব্যক্তিকে ভালবাসে সে যেনো তাকে বলে যে, সে তাকে ভালবাসে। [আবু দাউদ]

এই হাদীসের ব্যাখ্যায় আজীম আবাদী ﵀ বলেন,

لِأَنَّ فِي الْإِخْبَارِ بِذَلِكَ اسْتِمَالَةَ قَلْبِهِ وَاسْتِجْلَابَ زِيَادَةِ الْمَحَبَّةِ

কেননা এর মাধ্যমে তার অন্তরকে আকর্ষণ করা হয় এবং মহব্বত বৃদ্ধি পায়। [আওনুল মা'বুদ]

বলাই বাহুল্য যে, বন্ধুদের মধ্যে একে অপরের প্রতি ভালবাসার স্বীকৃতি দিলে যদি মহব্বত বৃদ্ধি পায়,

স্বামী-স্ত্রী একে অপরের প্রতি ভালবাসার কথা প্রকাশ করলে প্রভাবটা হবে আরও অধিক। অতএব স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে এধরণের রোমান্টিক কথার প্রচলন হওয়া উচিৎ। যেভাবে রসুলুল্লাহ ﷺ তার স্ত্রীদের প্রতি ভালবাসার কথা প্রকাশ করতেন এবং স্ত্রীরাও অনুরূপ আচরণ করতেন।

স্ত্রীর সাথে রসুলুল্লাহ ﷺ এর এই মধুর আচরণ কতই না চমৎকার! আমাদের উচিৎ এই সুন্নাত নিজেদের দাম্পত্য জীবনে বাস্তবায়িত করার চেষ্টা করা। আসলে মেয়েরা অনেকটা বাচ্চাদের মতো। তারা গল্প শুনতে আর গল্প-গুজব করতে পছন্দ করে। আর যদি গল্প শোনায় নিজের কাছের মানুষটি তবে তো তাদের আহলাদের সীমা থাকবে না। একারণে স্ত্রীর সাথে নানা রকমের গল্প-গুজব করার ব্যাপারে হাদীসে উৎসাহিত করা হয়েছে। এমনকি এতে কিছুটা অতিরঞ্জন করা বা বাড়িয়ে বলার অনুমতিও ইসলামে রয়েছে। রসুলুল্লাহ ﷺ বলেন, তিনটি স্থানে মিথ্যা কথা বলা বৈধ। তার

মধ্যে একটা হলো, (يُحَدِّثُ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ لِيُرْضِيَهَا) স্ত্রীকে সন্তুষ্ট করার জন্য কথার কথা হিসেবে কিছু মিথ্যা বলা। [তিরমিয়ী] অন্য বর্ণনায় এসেছে (وَكَذِبُ الرَّجُلِ عَلَى امْرَأَتِهِ يُمَنِّيهَا) স্ত্রীর মন ভুলানোর জন্য মিথ্যা বলা। [মুসনাদে ইসহাক ইবনে রাহওয়াই]

এই হাদীসের অর্থ সম্পর্কে ইমাম বাগাবী ﵀ বলেন,

وَأما كذب الرجل زَوجته: فَهُوَ أَن يعدها ويمنيها، وَيظْهر لَهَا مِن الْمحبَّة أَكثر مِمَّا فِي نَفسه، يستديم بذلك صحبتهَا، ويستصلح بِهِ خلقهَا

স্ত্রীর সাথে স্বামীর মিথ্যা বলার বিষয়টি হলো তার মন ভুলানোর জন্য নানা রকম (বড় বড়) ওয়াদা করা এবং তার অন্তরে যতটা ভালবাসা আছে তার চেয়ে বেশি মুখে প্রকাশ করা, যাতে তাদের মধ্যে সম্পর্ক স্থায়ী হয়। আর স্ত্রীর আচরণ সুন্দর হয়। [শারহে সুন্নাহ]

যারা প্রেম করে তারা অনেক সময় এ নীতি অবলম্বন করে। আমাকে বিয়ে করলে তোমাকে এটা দেবো ওটা দেবো এমন মিথ্যা কথা বলে প্রেমিকার মন ভুলানোর চেষ্টা করে। এমনিতে প্রেম অবৈধ, তার উপর এভাবে মিথ্যা বলে কাউকে ধোঁকা দেওয়া আরও অবৈধ। কেননা হয়তো সে এসব মিথ্যা কথা বিশ্বাস করে বিয়ের মতো গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে। সেক্ষেত্রে বিবাহের মতো একটি গুরুত্বপূর্ণ চুক্তিই মিথ্যার উপর প্রতিষ্ঠিত হবে। এভাবে মিথ্যা কথার মাধ্যমে মেয়েটির হক নষ্ট করা হয়। আর অন্যের হক নষ্ট করা ইসলামে সম্পূর্ণ অবৈধ।

কিন্তু স্ত্রীকে এমন ওয়াদা শোনানো দোষের নয়। যেহেতু তার সাথে আমার বিবাহ হয়েই গেছে। এখন আমার খেদমত করাই তার কাজ। কিন্তু কোনো কারণে সে হয়তো তার দায়িত্ব পালনে ত্রুটি করছে। যদি ভুলিয়ে ভালিয়ে তার নিকট থেকে আমার হক আদায় করা যায় তবে সেটা দোষের হতে পারে না। হয়তো বলছে, আমাকে একটা লাল

শাড়ি না দিলে তোমার কাছে আসবো না। আমি তাকে বললাম, ঠিক আছে কিনে দেবো। কথাটা শুনে সে কাছে আসলো। কিন্তু আসলে আমার কিনে দেওয়ার সামর্থ নেই বা ইচ্ছা নেই। কিন্তু আমি তার মন ভুলানোর জন্য কথাটা বললাম। এখানে আমি কিন্তু মিথ্যা বলে কারও হক নষ্ট করি নি বরং মিথ্যা বলে নিজের হক রক্ষা করেছি। মিথ্যা বলে হক নষ্ট করা আর মিথ্যা বলে হক রক্ষা করা একই বিষয় নয়। প্রথমটি অবৈধ আর পরেরটি বৈধ।

ইমাম নাব্বী ﵀ উল্লেখ করেন,

مِثْلَ أَنْ يَعِدَ زَوْجَتَهُ أَنْ يُحْسِنَ إِلَيْهَا وَيَكْسُوَهَا كَذَا وَيَنْوِي إِنْ قَدَّرَ اللهُ ذَلِكَ

স্ত্রীর সাথে মিথ্যা বলার উদাহরণ হলো, স্ত্রীকে উত্তম কিছু দেওয়ার বা কাপড় কিনে দেওয়ার ওয়াদা করবে। আর অন্তরের মধ্যে নিয়ত করবে আল্লাহ যদি ক্ষমতা দেয় তবে দেবো। [শারহে মুসলিম]

অর্থাৎ সে যা বলছে সেটা যে আসলেই দেবে এমন নয় তবে সম্ভব হলে দেবে কিন্তু স্ত্রীকে বলার সময় নিশ্চিতভাবেই দেওয়ার কথা বলবে।

তিনি আরও বলেন,

وَأَمَّا كَذِبُهُ لِزَوْجَتِهِ وَكَذِبُهَا لَهُ فَالْمُرَادُ بِهِ فِي إِظْهَارِ الْوُدِّ وَالْوَعْدِ بِمَا لَا يَلْزَمُ وَنَحْوِ ذَلِكَ

স্ত্রীর সাথে মিথ্যা কথা বলার অর্থ হলো, তার প্রতি অতিরিক্ত ভালবাসা প্রকাশ করা এবং এমন কিছু দেওয়ার ওয়াদা করা যা দিতেই হবে এমন নয়। [শারহে মুসলিম]

এসব কথার অর্থ হলো,

প্রথমতঃ যদি কোনো স্বামী আসলে তার স্ত্রীকে খুব একটা ভাল না বাসে কিন্তু তার মন ভুলানোর জন্য যে বলে আমি তোমাকে এতো এতো ভালিবাসি। সেটা অন্যায় নয়। স্ত্রীর ক্ষেত্রেও তাই। যেহেতু এর মাধ্যমে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে সুসম্পর্ক পয়দা হয়। সত্য কথা হলো, এভাবে মিথ্যা ভালবাসার কথা বলতে

বলতে তারা যে সত্যি সত্যিই পরস্পরকে ভালবেসে ফেলবে তা প্রায় নিঃসন্দেহে বলা যায়। এভাবে একটি দম্পতি ভেঙে যাওয়ার বদলে টিকে যাবে। এটাই ইসলামের উদ্দেশ্য।

দ্বিতীয়তঃ এমন কিছু কথা আছে যেগুলো নিতান্তই কথার কথা। যেমন, তোমার হাতে চাঁদ এনে দেবো, তুমি বললে সাত সমুদ্র তেরো নদী পার হয়ে চলে যাবো, জঙ্গলে রাজ মহল বানাবো ইত্যাদি। সবাই জানে এসব কথা মুখে বলা যায় কিন্তু কাজে করা যায় না। কাজে পরিণত করার জন্য কেউ বলেও না। তবু এসব কথা শুনে মেয়েরা ভীষণ খুশি হয়। প্রেমিক তার প্রেমিকাকে এসব রোমান্টিক কথা শুনিয়ে থাকে। ইসলামের দৃষ্টিতে স্বামী তার স্ত্রীর মন ভুলানোর জন্য এসব কথা শুনাতে পারে। স্ত্রীও তার স্বামীর সাথে এসব কথা বলতে পারে। এগুলো মিথ্যা বলে গণ্য হবে না।

তৃতীয়তঃ অনেক স্ত্রী আছে অল্পে তুষ্ট হয় না।

স্বামীর নিকট সাধ্যের বাইরে অনেক আবদার করে বসে। এ নিয়ে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে অশান্তির সৃষ্টি হয়। এই অশান্তি নিরসনকল্পে স্বামী মিথ্যা ওয়াদা করে বলতে পারে ঠিক আছে তোমাকে আমি অমুক জিনিস দেব। কেবল মৌখিক ওয়াদার কারণেই যদি স্ত্রী সন্তুষ্ট হয়ে যায় এবং স্বামীর প্রতি তার যে দায়িত্ব তা পালন করে তবে এধরণের কৌশলের আশ্রয় নিতে দোষ নেই। কিন্তু যদি কোনো স্ত্রী সৎ স্বভাবের হয় এবং সত্য কথা বললেই তাকে সন্তুষ্ট করা যাবে এমন হয় তবে বিনা প্রয়োজনে তার সাথে মিথ্যা ওয়াদা করা অনুচিৎ। কেননা এর মাধ্যমে স্বামীর প্রতি সে আস্থাহারা হয়ে যেতে পারে। সেক্ষেত্রে সম্পর্কের অবনতিও ঘটতে পারে।

মোট কথা, নানা রকম গল্পগুজব করে স্ত্রীর মন ভুলানোর চেষ্টা করাটা ইসলামের দৃষ্টিতে প্রশংসিত বিষয়। এমনকি কথার মধ্যে কিছু অতিরঞ্জন করাও বৈধ। তবে সীমালঙ্ঘন না করাই ভাল।

যে স্বামী রসিয়ে গল্প-গুজব করতে পারে স্ত্রী তার

ভক্ত হয়ে যায়। তার সাথে দেখা করা বা তার কথা শোনার জন্য সে আগ্রহভরে অপেক্ষা করতে থাকে। সেক্ষেত্রে স্বামী স্ত্রীর সম্পর্কটা হয়ে যায় বন্ধুত্বের মতো।

রসুলুল্লাহ ﷺ এর এক স্ত্রী সাফিয়্যা ﵂ বলেন,

كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُعْتَكِفًا فَأَتَيْتُهُ أَزُورُهُ لَيْلًا، فَحَدَّثْتُهُ

রসুলুল্লাহ ﷺ ই'তিকাফে ছিলেন তখন আমি তার সাথে (মসজিদে) সাক্ষাত করতে আসলাম এবং তার সাথে কথা বললাম। [বুখারী ও মুসলিম]

দেখা যাচ্ছে রসুলুল্লাহ ﷺ এর সাথে তার স্ত্রীদের সম্পর্ক এতই গভীর ছিল যে ই'তিকাফের কয়েকটা দিন তাকে না দেখে বা তার সাথে কথা না বলে তারা থাকতে পারেননি। অনেকটা খুব কাছের কোনো বন্ধুর মতো যার সাথে দেখা না করলে বা কথা না বললে দিন কাটে না। এ ধরণের

দম্পতিকেই আদর্শ দম্পতি বলা চলে।

স্ত্রীকে বেড়াতে নিয়ে যাওয়া

পূর্বেই বলেছি, স্ত্রীরা সাধারণত বাইরে বেড়াতে যায় না। ঘর সংসারের কাজ নিয়ে ব্যস্ত থাকে। এটাই ইসলামের বিধান। এদিকে লক্ষ্য রেখে একজন বিচক্ষণ স্বামীর উচিৎ সময়-সুযোগ বুঝে স্ত্রীকে সাথে নিয়ে পর্দার সাথে বেড়াতে যাওয়া। এতে তার স্ত্রী যেমন বিনোদন পাবে, স্বামী-স্ত্রীর মাঝে সম্পর্কটাও গভীর হবে। রসুলুল্লাহ ﷺ নিজে শত ব্যস্ততা সত্ত্বেও সুযোগ পেলে স্ত্রীদের সাথে সফর করেছেন। কখনওবা স্ত্রীকে সাথে নিয়ে গল্প করতে করতে ঘুরে বেড়িয়েছেন।

আয়েশা ﵂ বর্ণনা করেন,

كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، إِذَا أَرَادَ أَنْ يَخْرُجَ سَفَرًا أَقْرَعَ بَيْنَ أَزْوَاجِهِ، فَأَيَّتُهُنَّ خَرَجَ سَهْمُهَا، خَرَجَ بِهَا مَعَهُ

রসুলুল্লাহ ﷺ যখন সফরে যেতেন তখন স্ত্রীদের মধ্যে লটারী করতেন। যার নাম উঠতো তাকে সাথে নিয়ে যেতেন। [বুখারী]

এভাবে স্ত্রীকে নিয়ে সফর করার সময় রসুলুল্লাহ ﷺ রাতে স্ত্রীর পাশে বসে গল্প করতে করতে ভ্রমণ করতেন। হাদীসে এসেছে,

وَكَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا كَانَ بِاللَّيْلِ سَارَ مَعَ عَائِشَةَ يَتَحَدَّثُ

যখন রাত হতো তখন রসুলুল্লাহ ﷺ আয়েশা ﵂ এর পাশে বসে গল্প করতে করতে পথ চলতেন। [বুখারী ও মুসলিম]

এই হাদীসের সম্পূর্ণ বর্ণনাটি অত্যন্ত চমৎকার। ঐ সফরে রসুলুল্লাহ ﷺ এর দুই স্ত্রী আয়েশা ﵂ ও হাফসা ﵂ ছিলেন। রসুলুল্লাহ ﷺ রাতে আয়েশা ﵂ এর সাথে কিছু সময় গল্প করতেন এবং ভ্রমণ করতেন। এটা দেখে হাফসা ﵂ একদিন একটা কৌশল করেন। তিনি আয়েশা ﵂ কে বলেন, আজ তুমি আমার উটে বসো আর আমি তোমার উটে বসি। কি হয় দেখি। আয়েশা ﵂ ঘটনার আগা মাথা না বুঝে রাজি হয়ে গেলেন। রাতে রসুলুল্লাহ ﷺ আয়েশা ﵂ এর উটের নিকট এসে সালাম দিলেন। অথচ সেখানে হাফসা ﵂ বসে ছিলেন। ফলে

সে রাতে তিনি তার সাথেই ভ্রমণ করলেন আর আয়েশা ﵂ একা পড়ে গেলেন। আয়েশা ﵂ বলেন, সে রাতে আমি রসুলুল্লাহ ﷺ কে খুব মিস করছিলাম। পরে যখন এক স্থানে বিশ্রাম নেওয়ার জন্য সকলে থামলো আয়েশা ﵂ উট থেকে নেমে নিজের পা ইজখির ঘাসের ঝোপের মধ্যে ঢুকিয়ে দিয়ে আক্ষেপ করে বলছিলেন, আমাকে সাপ-বিচ্ছুতে কামড়ে দিক। অর্থাৎ আমি এটা কি করলাম! স্বেচ্ছায় নিজের পায়ে কুড়াল মারলাম? [বুখারী ও মুসলিম]

স্ত্রীদের সাথে রসুলুল্লাহ ﷺ এর সম্পর্কটা এমনই মধুর ছিল।

একে অপরের সাথে কোমল আচরণ করা।

ইসলাম সবার সাথেই উত্তম আচরণের নির্দেশ দেয়। স্বামী-স্ত্রীর ক্ষেত্রে তার গুরুত্ব যে আরও বেশি তা বলারই অপেক্ষা রাখে না। স্বামী-স্ত্রী একে অপরের প্রতি মমতা প্রকাশ করা এবং কোমল আচরণ করা একে অন্যের কাজে সহযোগিতা করা অত্যন্ত জরুরী একটি বিষয়। একটা সংসার

সুষ্ঠুভাবে চালিয়ে নেওয়ার জন্য এর কোনো বিকল্প নেই। রসুলুল্লাহ ﷺ নিজে স্ত্রীদের সাথে এ ধরণের কোমল আচরণ করতেন, তাদের প্রতি স্নেহ মমতা প্রকাশ করতেন। অনেক সময় তাদের কাজে-কর্মে সহযোগিতাও করতেন। আয়েশা ﷺ কে প্রশ্ন করা হলো, রসুলুল্লাহ ﷺ বাড়িতে কি করতেন? তিনি বলেন,

انَ يَكُونُ فِي مِهْنَةِ أَهْلِهِ – تَعْنِي خِدْمَةَ أَهْلِهِ – فَإِذَا حَضَرَتِ الصَّلاَةُ خَرَجَ إِلَى الصَّلاَةِ

তিনি স্ত্রীদের কাজ-কর্মে সহযোগিতা করতেন। তারপর সলাতের সময় হলে সলাত পড়ার জন্য বের হয়ে যেতেন। [বুখারী]

দেখা যাচ্ছে, আল্লাহর রসুল হওয়া সত্ত্বেও তিনি এভাবে স্ত্রীদের কাজে সহযোগিতা করাকে ছোট কাজ মনে করেন নি। অবশ্য তার স্ত্রীরাও তেমনই ছিল। তারা রসুলুল্লাহ ﷺ এর এই কোমল আচরণের

সুযোগ গ্রহণের চেষ্টা করেনি। বর্তমান সময়ে কোনো স্বামী স্ত্রীদের সাথে এমন আচরণ করলে অনেক স্ত্রীই মাথায় উঠার চেষ্টা করবে এবং নিজেই নির্দেশ দিয়ে স্বামীর মাধ্যমে ঘরের সব কাজ করিয়ে নিতে চাইবে। সেক্ষেত্রে স্ত্রী স্বামীর অনুগত হওয়ার বদলে স্বামীই স্ত্রীর অনুগত হয়ে যাবে। এটা অবশ্যই অনুচিৎ। তাই স্বামীর উচিৎ স্ত্রীর মানসিক অবস্থার দিকে দৃষ্টি রেখে তার সাথে আচরণ করা। যদি মনে হয় কোনো একটি কাজে সহযোগিতা করলে স্ত্রী সুযোগ গ্রহণের চেষ্টা করবে তবে সেটা না করা উচিৎ। আর যদি দেখা যায় এর মাধ্যমে স্ত্রীর নিকট স্বামীর মর্যাদা আরও বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং স্ত্রী স্বামীর প্রতি কৃতজ্ঞ হচ্ছে তবে সেটা উত্তম বলে বিবেচিত হবে। এ ধরণের বোঝা-পড়া থাকলে স্বামী স্ত্রীর প্রতি এমন অনেক আচরণ করতে পারে বাহ্যত যাকে ছোট কাজ বলে মনে হয় কিন্তু প্রেম-ভালবাসা ও স্নেহ মমতার দৃষ্টিতে বিচার করলে সেটা উত্তম বলে বিবেচিত হয়। এরকম একটি ঘটনা হাদীসে বর্ণিত আছে।

আনাস ইবনে মালিক ﷺ বলনে,

فَرَأَيْتُ رَسُولَ اللهَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُحَوِّي لَهَا وَرَاءَهُ بِعَبَاءَةٍ، ثُمَّ يَجْلِسُ عِنْدَ بَعِيرِهِ، فَيَضَعُ رُكْبَتَهُ فَتَضَعُ صَفِيَّةُ رِجْلَهَا عَلَى رُكْبَتِهِ حَتَّى تَرْكَبَ

আমি দেখলাম রসুলুল্লাহ ﷺ (তার স্ত্রী) সাফিয়্যাকে একটি চাদর দিয়ে ঢেকে রাখছেন এবং উটের কাছে এসে তিনি হাঁটু গেড়ে বসলেন আর সাফিয়্যা তার হাঁটুর উপর পা রেখে উটের পিঠে সওয়ার হলো। [বুখারী]

বিষয়টা অনেকের নিকট বিস্ময়কর মনে হতে পারে। আল্লাহর রসুলের স্ত্রী তার হাঁটুর উপর পা রাখবেন! কেউ হয়তো ভাববেন হাদিসটা জাল। কিন্তু এটা সহীহ বুখারীর হাদীস। যারা স্ত্রীকে দাসীর মতো মনে করে তারা এতে অবাক হতে পারে কিন্তু স্ত্রী যে ভালবাসা ও স্নেহ মমতার জিনিস সেদিকে খেয়াল রাখলে এতে অবাক হওয়ার কিছুই থাকে

না। নিজের সন্তানকে কি মানুষ কোলে পিঠে করে পালন করে না! ভালবাসা ও স্নেহ মমতা পাওয়ার দিক থেকে স্ত্রীও অনুরূপ। তবে স্ত্রীকেও বিষয়টি বুঝতে হবে। স্বামী আদর করছে বলেই তার মাথায় উঠে পড়া উচিৎ হবে না। বরং তার প্রতি কৃতজ্ঞ হতে হবে এবং তার প্রতি আরও বেশি সম্মান প্রদর্শন করতে হবে। এভাবেই একটা সুখী দম্পতি গড়ে উঠবে। আল্লাহ আমাদের সবাইকে তৌফিক দান করুন।

রসুলের স্ত্রী সাফিয়্যার সাথে আরও একটি ঘটনা আছে, যা এমনিতে স্বাভাবিক কিন্তু তার প্রভাব বেশ গভীর। নাসায়ী সুনানে কুবরাতে বর্ণনা করেন,

حَمَلْتَنِي عَلَى بَعِيرٍ بَطِيءٍ، فَجَعَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمْسَحُ بِيَدَيْهِ عَيْنَيْهَا وَيُسْكِتُهَا

সাফিয়্যা ﵂ একবার (সফরে) রসুলুল্লাহ ﷺ কে বললেন, আপনি আমাকে যে উটে চড়িয়েছেন তা আস্তে চলে। কথাটা বলে তিনি কেঁদে ফেললেন। রসুলুল্লাহ ﷺ তখন নিজের হাত দিয়ে তার চোখের

পানি মুছে দিতে থাকেন এবং (শান্তনা দিয়ে) তার কান্না থামানোর চেষ্টা করেন।

আয়েশা ﵂ বলেন,

إِذَا اعْتَكَفَ، يُدْنِي إِلَيَّ رَأْسَهُ فَأُرَجِّلُهُ وَأَنَا حَائِضٌ

রসুলুল্লাহ ﷺ যখন মসজিদে ই'তিকাফে থাকতেন তখন মসিজদ থেকে মাথাটা ঝুঁকিয়ে দিতেন আমি তার মাথা আঁচড়ে দিতাম। অথচ আমি তখন হায়েজ অবস্থায় থাকতাম। [সহীহ মুসলিম]

তিনি আরও বলেন,

كَانَ يَتَّكِئُ فِي حَجْرِي وَأَنَا حَائِضٌ، ثُمَّ يَقْرَأُ القُرْآنَ

আমি হায়েজ অবস্থায় রসুলুল্লাহ ﷺ আমার কোলে হেলান দিতেন তারপর কুরআন তেলোয়াত করতেন। [বুখারী ও মুসলিম]

একটি হাদীসে এসেছে, রসুলূল্লাহ ﷺ বলেন,

حَتَّى اللُّقْمَةُ الَّتِي تَرْفَعُهَا إِلَى فِي امْرَأَتِكَ

এমনকি কোনো ব্যক্তি তার স্ত্রীর মুখে যে খাবার তুলে দেয় তাতেও সওয়াব হয়। [বুখারী ও মুসলিম]

স্ত্রীকে হাতে করে খাইয়ে দেওয়ার ব্যাপারে এই হাদীসে সুক্ষ্ম ইঙ্গিত রয়েছে।

এটা গেলো কাজে-কর্মে স্ত্রীর প্রতি মমতা প্রদর্শন করা। কথার মধ্যেও অনেক সময় মমতা প্রকাশ পায়। কথার মধ্যে সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ অংশটি হলো, আদর করে ডাকা। রসুলুল্লাহ ﷺ এ বিষয়ে যথেষ্ট গুরুত্ব আরোপ করেছেন। আয়েশা ﷺ কে তিনি হুমাইরা (حميراء) নামে ডাকতেন। [ইবনে মাযা, মুস্তাদরাকে হাকিম] যার অর্থ মূলত লাল। এটা নারীদের সৌন্দর্য প্রকাশের অর্থে ব্যবহৃত হয়। অতএব ব্যাপারটা বাংলাতে স্ত্রীকে সোনা, মধু বা আমার জান ইত্যাদি খেতাবে আহ্বান করার মতো। বলা বাহুল্য যে, স্বামীর মুখে এ ধরণের ডাক শুনলে স্ত্রী সন্তুষ্ট না হয়ে পারে না।

হাদীসে আরও বর্ণিত আছে, রসুলুল্লাহ ﷺ আয়েশা

ﷺ কে অনেক সময় বলতেন, আয়েশু (عائش)। অর্থাৎ তার নামটা একটু সংক্ষিপ্ত ও সুন্দর করে বলতেন। বাংলাতে কারও স্ত্রীর নাম পুতুল হলে আদর করে পুতু বলে ডাকার মতো।

একটি হাদীসে এসেছে রসুলুল্লাহ ﷺ বলেন,

وَإِنَّ فَضْلَ عَائِشَةَ عَلَى النِّسَاءِ كَفَضْلِ الثَّرِيدِ عَلَى سَائِرِ الطَّعَامِ

অন্য সকল নারীর উপর আয়েশার মর্যাদা হলো সকল খাবারের উপর পায়েসের মর্যাদার মতো। [বুখারী ও মুসলিম]

একবার রসুলুল্লাহ ﷺ এর স্ত্রীরা উটের উপর সওয়ার ছিলেন আর আনযাশা নামের কোনো এক ব্যক্তি উটগুলোকে তাড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছিল। রসুলুল্লাহ ﷺ তাকে বললেন,

رُوَيْدَكَ يَا أَنْجَشَةُ سَوْقَكَ بِالقَوَارِيرِ

হে আনযাশা ধীরে চলো। তুমি তো আবার কাঁচ

নিয়ে যাচ্ছো। [বুখারী ও মুসলিম]

অর্থাৎ কেউ কোনো দামী কাঁচের জিনিস বহন করে নিয়ে যাওয়ার সময় যেমন সতর্কতার সাথে চলাচল করে এবং বারেবারে সেদিকে লক্ষ্য রাখে। স্ত্রীদের সাথে রসুলুল্লাহ ﷺ এমনই মমতাপূর্ণ আচরণ করতেন। তাদের যাতে কোনোরুপ কষ্ট না হয় সেদিকে খেয়াল রাখতেন।

সাধ্যমতো সাজ সজ্জা করা

দাম্পত্য জীবনে সাজ-সজ্জা গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়। এটা মূলত মেয়েদের কাজ। পুরুষকে আকর্ষণ করার জন্য স্ত্রী সাজ-সজ্জা করবে এটাই চিরাচরিত রীতি। মহান রব্বুল আলামীন নিজেই মেয়েদের সম্পর্কে বলেন, (أَوَمَنْ يُنَشَّأُ فِي الْحِلْيَةِ) "যাকে অলংকারে মুড়িয়ে রাখা হয়" [যুখরুফ/১৮]

অন্য আয়াতে মহান রব্বুল আলামীন পর্দার বিধান বর্ণনা প্রসঙ্গে মেয়েদের উদ্দেশ্যে বলেন,

{وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ} [النور:

তারা যেনো পা দিয়ে (মাটিতে) এমনভাবে আঘাত না করে যাতে তাদের শরীরে যেসব অলংকার গোপন আছে তা প্রকাশিত হয়ে পড়ে। [নুর/২১]

এই আয়াত হতে এই শিক্ষা পাওয়া যায় যে মেয়েরা তাদের স্বামীদের দেখানোর জন্য শরীরে নানা রকম অলংকার পরিধান করবে। সেই সাথে এটাও জানা যায় যে অন্য সবার দৃষ্টি থেকে সে অলংকারকে গোপন রাখবে। কেবল তাই নয় এতটা সতর্কতা অবলম্বন করবে যাতে অন্য কেউ সে অলংকারের শব্দও শুনতে না পায়। এ আয়াত থেকে স্বামীর জন্য সাজ-সজ্জা করা আর পর পুরুষের দৃষ্টি থেকে সে সাজ-সজ্জাকে পরিপূর্ণ গোপন রাখার ফজিলত প্রমাণিত হয়। অথচ আজকালকার স্ত্রীরা এর উল্টো করে। তারা বেড়াতে যাওয়ার সময় বাইরের লোককে দেখানোর জন্য সাজ-সজ্জা করে আর বাড়ি ফিরে আসলে এমনভাবে থাকে যেনো কারো

মৃত্যুতে শোক পালন করছে।

রসুলুল্লাহ ﷺ সফর থেকে ফিরে এসে বলতেন,

أَمْهِلُوا حَتَّى تَدْخُلُوا لَيْلًا – أَيْ عِشَاءً – لِكَيْ تَمْتَشِطَ الشَّعِثَةُ وَتَسْتَحِدَّ الْمُغِيبَةُ

একটু সবর করো (তাড়াহুড়া করে বাড়ি ফিরো না।) রাতে বাড়ি ফিরবে যাতে স্ত্রীরা মাথার চুল আঁচড়ে নিতে পারে এবং বিভিন্ন স্থানের চুল কেটে নিতে পারে।

[বুখারী]

এ হাদীস থেকে দেখা যায় বেশ কিছুদিন পর যেসব পুরুষ সফর থেকে বাড়ি ফিরছে তাদের তাড়াহুড়া করে বাড়ি ফিরতে নিষেধ করা হচ্ছে। এর স্পষ্ট কারণ হলো, স্বামী কাছে ছিল না বিধায় স্ত্রীরা এই কয়টা দিন হয়তো নিজের সাজ-সজ্জা ঠিক রাখে নি। যেহেতু তার সাজ-সজ্জা দেখার কেউ নেই। হঠাৎ বাড়ি ফিরে তার সেই রূপ দেখলে স্ত্রীর প্রতি স্বামী বিরক্ত হয়ে উঠবে। তার চেয়ে একটু দেরি

করে বাড়ি ফেরা উচিৎ যাতে লোক মুখে স্বামী ফিরে এসেছে এ খবর শুনে স্ত্রী স্বামীর জন্য পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হতে পারে এবং সাজ-সজ্জা সম্পন্ন করতে পারে। যাতে তাকে দেখেই স্বামীর মনটা সন্তুষ্ট হয়ে যায় এবং স্ত্রীর প্রতি বিরক্তির বদলে আসক্তির সৃষ্টি হয়।

এ হাদীস থেকে এও বোঝা যায় যে, স্বামীর জন্য পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হতে হয় বা স্বামীকে দেখানোর জন্য সাজ-সজ্জা করতে হয় এটা সে যুগের মেয়েরা জানতো। তাই মেয়েদের কিছুই শেখানো লাগেনি কেবল পুরুষদের বলে দেওয়া হয়েছে তোমরা একটু সময় দাও তাহলে মেয়েরা যা করার করে নেবে। অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় যে, বর্তমান যুগের মেয়েরা এ শিক্ষা থেকে বহু দূরে অবস্থান করছে। কোথাও বেড়াতে যাওয়া বা রাস্তা ঘাটে পরপুরুষকে দেখানোর জন্য তারা অত্যাধিক সাজ-সজ্জা করে কিন্তু বাড়িতে স্বামীকে সন্তুষ্ট করার জন্য তার সিকি

ভাগও করে না। বরং ভিখারীর বেশে থাকে। এ যুগের স্বামীরাও নিজের স্ত্রীকে সাজ-সজ্জার সামগ্রী কিনে দেয় না। তাকে সাজ-সজ্জা করতেও বলে না। কেবল রাস্তা দিয়ে যাওয়ার সময় সাজ-সজ্জা করে যেসব মেয়েরা যায় তাদের দিকে তাকিয়ে থাকে। এদের অবস্থা ঐ কৃপণের মতো যে টাকা-পয়সার মালিক হওয়া সত্ত্বেও নিজের বাড়িতে ভাল খাবার রান্না করে না কেবল অন্যের বাড়ি রান্না-বাড়া হলে দূর থেকে তার বাসনা শোকে।

এরা একই সাথে লাঞ্ছিত এবং বঞ্চিত। দুনিয়াতে এরা নিজ স্ত্রীর সৌন্দর্য উপভোগ করা হতে বঞ্চিত আর অন্য মেয়ের দিকে দৃষ্টি দেওয়া বা তাদের নিয়ে খারাপ চিন্তা করার কারণে আখিরাতে এরা লাঞ্ছিত হবে। অথচ নিজের স্ত্রীর সাজ-সজ্জা ও অলংকারের পিছনে ব্যয় করলে তাদের প্রচুর সওয়াব হতো। রসুলুল্লাহ ﷺ বলেন,

إِنَّ الْمُسْلِمَ إِذَا أَنْفَقَ عَلَى أَهْلِهِ نَفَقَةً، وَهُوَ يَحْتَسِبُهَا، كَانَتْ لَهُ صَدَقَةً

মুমিন বান্দা যদি সওয়াবের নিয়তে তার পরিবারের পিছনে খরচ করে তবে তাতে সদকা করার সওয়াব হবে। [মুসলিম]

উপরে একটি হাদীসে আমরা দেখেছি, অবৈধ পন্থায় জিনা করলে যেমন পাপ হয় নিজ স্ত্রীর সাথে বৈধ পন্থায় সহবাস করলে সওয়াব হয়। তেমনই বলা যায়, অন্য মেয়ের সাজ-সজ্জা দেখে মজা পাওয়া যেমন পাপের কাজ নিজের স্ত্রীর সাজ-সজ্জা দেখা এবং স্ত্রীকে সাজ-সজ্জার সামগ্রী কিনে দেওয়া তেমনই সওয়াবের কাজ। এই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি অনেকেই এড়িয়ে চলে। কেউ তো এটা করে কৃপণতার কারণে আর কেউ অতি বুযূর্গীর কারণে এসব অকারণ মনে করে। বলা বাহুল্য যে, দুটোর কোনোটাই কম অপরাধ নয়। আল্লাহর রসুল ﷺ এবং তার সাহাবীদের চেয়ে বেশি বুযূর্গ হওয়ার চেষ্টা করে লাভ নেই।

বর্ণিত আছে আয়েশা ﵂ এক মহিলাকে বলেছেন,

إِنْ كَانَ لَكِ زَوْجٌ، فَاسْتَطَعْتِ أَنْ تَنْزِعِي مُقْلَتَيْكِ، فَتَصْنَعِيْنَهُمَا أَحْسَنَ مِمَّا هُمَا، فَافْعَلِي

যদি তোমার স্বামী থাকে (অর্থাৎ তুমি বিবাহিত হও) আর যদি চোখের মনি দুটো বাইরে বের করে এনে কোনোভাবে সেটাকে বেশি সুন্দর করা সম্ভব হয় তবে তাই করো। [সিয়ারে আ'লামিন নুবালা]

অর্থাৎ একজন মুমিন স্ত্রী তার স্বামীর জন্য সাজ-সজ্জায় এতটাই স্বচেষ্ট থাকবে যেনো সম্ভব হলে নিজের চোখের মনি খুলে বাইরে এনে সেটাকেও ধুয়ে মুছে ছাপ করে আবার চোখে বসিয়ে নিতো। অথচ বর্তমান যুগের মেয়েরা স্বামীর জন্য নিজের মুখটা পর্যন্ত ধুয়ে মুছে ছাপ করে না। একটি রাতও স্বামীর অপেক্ষায় বধু সেজে বসে থাকে না। এতে তারা যেমন স্বামীর ভালবাসা থেকে বঞ্চিত হয় তেমনি আল্লাহর সন্তুষ্টি থেকেও বঞ্চিত হয়। অতএব মেয়েদের উচিৎ এ দিকে বিশেষ নজর দেওয়া। অন্য মেয়েরা কোথাও ভ্রমণে গেলে বা কোনো উৎসবে গেলে যেমন সাজ-সজ্জা করে

প্রায়ই তেমন সাজ-সজ্জা করে বাড়িতে বসে থাকতে হবে যাতে স্বামী বাড়িতে ফিরে নিজের বধুকে বাসরের সাজে দেখে চমকে যায়। এর মাধ্যমে উভয়ের মধ্যে যে ভালবাসা জন্ম নেবে তা ভাষায় প্রকাশ করা যায় না। তাছাড়া ইসলামের দৃষ্টিতেও এটা অত্যাধিক উত্তম কাজ।

রসুলুল্লাহ ﷺ বলেন,

خير النساء تسرك إذا أبصرت وتطيعك إذا أمرت وتحفظ غيبتك في نفسها ومالك

সর্বোত্তম নারী সে যার দিকে দৃষ্টি দিলে তুমি (স্বামী) আনন্দিত হও, তুমি কোনো আদেশ করলে সে তার আনুগত্য করে এবং তোমার অনুপস্থিতিতে সে নিজেকে (পাপ কাজ থেকে) এবং তোমার সম্পদকে (নষ্ট হয়ে যাওয়া থেকে) রক্ষা করে। [মু'জামে কাবীর]

অতএব, স্বামীর জন্য এমনভাবে সাজ-সজ্জা করতে হবে যাতে দৃষ্টি দিলেই তার অন্তর প্রফুল্য হয়ে

ওঠে।

অন্য হাদীসে এসেছে,

أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكره المرأة أن تكون عطلاء وإن لم تكن إلا خرزةً تجعلها في سيرٍ ثم تربطها في عنقها

রসুলূল্লাহ ﷺ মেয়েদের অলংকারবিহীন অবস্থায় থাকা অপছন্দ করতেন। যদি সে একটি পুঁতি ছাড়া আর কিছুই না পায় তবু সেটা যেনো একটা সুতায় ভরে গলায় পরধান করে। [আদাবুন নিসা]

অন্য বর্ণনায় এসেছে,

أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر النساء بالكحل والخضاب ولباس القلائد وأن يجعلن في أيديهن وأرجلهن شيئاً ولا يتشبهن بالرجال

রসুলুল্লাহ ﷺ মেয়েদের সুরমা ও মেহেদি ব্যবহার করতে, মালা পরিধান করতে এবং হাতে ও পায়ে কিছু (অলংকার) পরিধান করতে নির্দেশ দিতেন।

তারা যেনো পুরুষদের মতো (অলংকার বিহীন অবস্থায়) না থাকে। [আদাবুন নিসা]

এক মহিলা সম্পর্কে বলা হয়েছে, সে অত্যাধিক সাজ-সজ্জা করে হাতে তসবি টিপতো। কেউ একজন বলল, শরীরে সাজ-সজ্জা আর হাতে তসবি এর মাঝে তো কোনো সম্পর্ক পাওয়া যাচ্ছে না। সে বলল, আমার উপর আমার রবের হক আছে আমি সেটা নষ্ট করবো না, আবার আমার স্বামীরও অধিকার আছে আমি সেটিও নষ্ট করবো না।

লক্ষ্যনীয় বিষয় হলো, সাজ-সজ্জার বিষয়টি মূলত মেয়েলী স্বভাব। ছেলেদের এতে অতিরঞ্জন করা অনুচিত। বর্তমান যুগের কিছু বিকৃত চিন্তা-ভাবনার পুরুষ মানুষ মেয়েদের মতো প্রসাধনী সমগ্রী ও অলংকারাদি ব্যবহার করে থাকে। বলাই বাহুল্য যে, এটা শোভনীয় কাজ নয়। তবে সাধারনভাবে সাজ-সজ্জা বলতে যা বোঝায় যেমন, সুন্দর পোশাক পরিধান করা, সুগন্ধি মাখা, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকা

ইত্যাদি অবশ্যই উত্তম স্বভাব। রসুলুল্লাহ ﷺ নিজে সুগন্ধি মাখতেন। এ বিষয়ে তিনি বলেছেন,

حُبِّبَ إِلَيَّ مِنَ الدُّنْيَا النِّسَاءُ وَالطِّيبُ

দুনিয়ার সব জিনিসের মধ্যে আমার নিকট স্ত্রী ও সুগন্ধীকে প্রিয় করে দেওয়া হয়েছে। [নাসায়ী]

এই হাদীসে সুগন্ধীর ফজিলত বর্ণিত হয়েছে এবং সুগন্ধির সাথে যে নারীদের একটা সম্পর্ক রয়েছে সেদিকে ইঙ্গিতও রয়েছে। যেহেতু দুটোকে এক সাথে উল্লেখ করা হয়েছে। ইবনে আব্বাস ﷺ বলেন,

إني أحب أن أتزين للمرأة، كما أحب أن تتزين لي المرأة

আমি আমার স্ত্রীর জন্য সাজ-সজ্জা করে থাকি যেভাবে আমি পছন্দ করি যে সে আমার জন্য সাজ-সজ্জা করুক। [মুসান্নাফে ইবনে আবি শায়বা]

বর্ণিত আছে, উমর ﷺ এর খেলাফতকালে এক মহিলা তার স্বামীকে উমর ﷺ এর সামনে হাজির করে বলল, এর হাত থেকে আমাকে মুক্তি দিন।

অর্থাৎ আমি এর সাথে সংসার করবো না। অতএব আমার তালাকের ব্যবস্থা করে দিন। উমর ﵁ দেখলেন উক্ত ব্যক্তির চুল উসকো খুসকো, নখ বড় বড়, শরীর ধুলামলিন অর্থাৎ বেজায় বেহাল দশা। এটা দেখে উমর ﵁ বুঝতে পারলেন উভয়ের মধ্যে বনি-বনা হচ্ছে না কেনো। তিনি একটি লোককে গোপনে আদেশ করলেন ঐ লোকটিকে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করার জন্য। তখন ঐ ব্যক্তির নখ কাটা হলো, চুল ছাটা হলো, তার গাঁয়ে একটা দামী পোশাক পরানো হলো তারপর তাকে তার স্ত্রীর সামনে হাজির করা হলো। তার স্ত্রী প্রথমে তাকে চিনতেই পারলো না তারপর যখন চিনতে পারলো ভীষণ খুশি হলো এবং তার সাথে বাড়ি চলে গেলো। উমর ﵁ তখন বললেন,

هكذا فاصنعوا بهن! فوالله إنهن ليحببن أن تتزينوا لهن كما تحبون أن يتزين لكم

স্ত্রীদের সাথে এমন আচরণ করো, কেননা আল্লাহর

কসম তোমরা যেমন পছন্দ করো তারা তোমাদের উদ্দেশ্যে সাজ-সজ্জা করুক তারাও পছন্দ করে তোমরা তাদের উদ্দেশ্যে সাজ-সজ্জা করো। [আদাবুন নিসা]

এ ধরণের পরিস্কার-পরিচ্ছন্নতার প্রয়োজন অবশ্যই রয়েছে তবে স্মরণ রাখতে হবে যে, সাজ-সজ্জার বিষয়টি মূলতো মেয়েদের দায়িত্ব। পুরুষের ক্ষেত্রে এ ব্যাপারে অতিরঞ্জন না করাই ভাল। বর্তমানে অনেক যুবক আছে মেয়েদের মতো সাজ-সজ্জা করে। অনেক ছেলে এমনকি বিউটি পার্লারে যায় রুপ চর্চা করতে। এতে আসলে মেয়েদের সাথে সাদৃশ্য রাখা হয় যা হাদীসে নিষেধ করা হয়েছে। রসুলুল্লাহ ﷺ বলেন,

لَعَنَ رَسُولُ اللهِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّجُلَ يَلْبَسُ لِبْسَةَ الْمَرْأَةِ، وَالْمَرْأَةَ تَلْبَسُ لِبْسَةَ الرَّجُلِ

আল্লাহ সেই পুরুষকে অভিশাপ দেন যে মেয়েলোকের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ বেশ-ভুষা ধারণ করে এবং ঐ মেয়ে লোককে অভিশাপ দেন যে

পুরুষ লোকের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ বেশ-ভূষা ধারণ করে। [আবু দাউদ]

মোট কথা সাজ-সজ্জার দায়িত্বটি মূলত মেয়েদের উপর। তবে ছেলেরা স্বাভাবিক সাজ-সজ্জা করবে কোনো অতিরঞ্জন করবে না।

স্ত্রীর সাথে রঙ তামাশা করা

এ বিষয়টিও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। দাম্পত্য জীবনে স্বামী-স্ত্রীর সাথে মধুর সম্পর্ক গড়ে তুলতে একে অপরের সাথে রঙ তামাশা করার প্রয়োজনীয়তা অত্যাধিক। এর মাধ্যমে স্বামী-স্ত্রীর মাঝে সম্পর্কটা যতটা না কর্তৃত্ব ও শাসনের তার চেয়ে বেশি হয় বন্ধুত্বের। আর বলাই বাহুল্য যে, কর্তৃত্ব ও শাসনের সম্পর্কের তুলনায় বন্ধুত্বের সম্পর্ক হয় অধিক গভীর ও মধুর। স্ত্রীর সাথে এ ধরণের সম্পর্ক গড়ে তুলতে কুরআন হাদীসে উৎসাহিত করা হয়েছে।

মহান রব্বুল আলামীন বলেন,

{وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ} [النساء: ١٩]

স্ত্রীদের সাথে উত্তমভাবে মিলেমিশে থাকো। [নিসা/১৯]

রসুলুল্লাহ ﷺ বলেন,

كُلُّ مَا يَلْهُو بِهِ الرَّجُلُ الْمُسْلِمُ بَاطِلٌ، إِلَّا رَمْيَهُ بِقَوْسِهِ، وَتَأْدِيبَهُ فَرَسَهُ، وَمُلَاعَبَتَهُ أَهْلَهُ، فَإِنَّهُنَّ مِنَ الحَقِّ

কোনো মুসলিম ব্যক্তির জন্য সকল খেল-তামাশাই বাতিল (তথা অকারণ ও অনর্থক) কেবল তীর নিক্ষেপ, ঘোড়া প্রশিক্ষণ আর স্ত্রীর সাথে খেল-তামাশা করা ছাড়া। এগুলো হক। (অর্থাৎ প্রয়োজনীয় ও গুরুত্বপূর্ণ বিষয়) [আবু দাউদ তিরিমিযী]

এই হাদীসের কোনো কোনো বর্ণনায় এসেছে, মুলায়াবা (ملاعبة) যার অর্থ স্ত্রীর সাথে খেলা করা কোনো কোনো বর্ণনায় এসেছে মুদায়াবা (مداعبة) যার অর্থ স্ত্রীর সাথে হাসি-তামাশা বা কৌতুক করা।

দুটো শব্দই কাছাকাছি অর্থ প্রকাশ করে। দেখা যাচ্ছে, স্ত্রীর সাথে খেল-তামাশা করার বিষয়টিকে জিহাদের জন্য তীর চালনা ও ঘোড়া প্রশিক্ষণের সাথে তুলনা করা হয়েছে। এর মাধ্যমে বিষয়টির অত্যাধিক গুরুত্ব প্রকাশ পায়।

অন্য হাদীসে এসেছে, জাবির ﷺ বয়স্ক ও বিবাহিতা মহিলা বিয়ে করেছেন শুনে রসুলুলল্লাহ ﷺ বললেন,

فَهَلَّا جَارِيَةً تُلاَعِبُهَا وَتُلاَعِبُكَ، وَتُضَاحِكُهَا وَتُضَاحِكُكَ

অল্প বয়স্ক বালিকা বিবাহ করতে পারতে। তাহলে তুমিও তার সাথে খেলা করতে আর সেও তোমার সাথে খেলা করতো। আর তুমি তার সাথে হাসি-তামাশা করতে সেও তোমার সাথে হাসি-তামাশা করতো। [বুখারী]

রসুলুল্লাহ ﷺ নিজেও তার স্ত্রীদের সাথে এ ধরণের খেল-তামাশা করতেন। আবু দাউদ বর্ণিত একটি হাদীসে এসেছে,

عَنْ عَائِشَةَ، رَضِيَ اللهُ عَنْهَا، أَنَّهَا كَانَتْ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَرٍ قَالَتْ: فَسَابَقْتُهُ فَسَبَقْتُهُ عَلَى رِجْلَيَّ، فَلَمَّا حَمَلْتُ اللَّحْمَ سَابَقْتُهُ فَسَبَقَنِي فَقَالَ: «هَذِهِ بِتِلْكَ السَّبْقَةِ»

আয়েশা ﵂ থেকে বর্ণিত তিনি একবার রসুলুল্লাহ ﷺ এর সাথে কোনো সফরে ছিলেন। সেখানে তিনি রসুলুল্লাহ ﷺ এর সাথে দৌঁড় প্রতিযোগিতা করেন তাতে তিনি বিজয়ী হোন। কিছুটা মোটা হয়ে যাওয়ার পর আবার প্রতিযোগিতা করলে রসুলুল্লাহ ﷺ বিজয়ী হোন। রসুলুল্লাহ ﷺ তখন বলেন, এটার বদলে ওটা। [আবু দাউদ]

এই ঘটনার মধ্যে চিন্তাশীল ব্যক্তির জন্য শিক্ষণীয় বিষয় রয়েছে। সফরে গিয়েও নানা ব্যস্ততার মধ্যে একটু সুযোগ পেলে রসুলুল্লাহ ﷺ স্ত্রীদের সাথে এরুপ খেল-তামাশা করেছেন। আমাদের মধ্যে অনেকেই এসব হয়তো অনর্থক মনে করেন। আর সে কারণেই আমাদের দম্পত্যসুখ বেশিরভাগ সময়ই অপূর্ণ থেকে যায়। অথচ রসুলুল্লাহ ﷺ বলেন, স্ত্রীর সাথে খেল-তামাশা করা বাতিল তথা

অনর্থক নয় বরং সেটা হকের মধ্যে গণ্য অর্থাৎ শরীয়তের দৃষ্টিতে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।

ইমাম নাসায়ী ﵀ সুনানে কুবরাতে বর্ণনা করেন,

زَارَتْنَا سَوْدَةُ يَوْمًا فَجَلَسَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنِي وَبَيْنَهَا إِحْدَى رِجْلَيْهِ فِي حِجْرِي، وَالْأُخْرَى فِي حِجْرِهَا، فَعَمِلْتُ لَهَا حَرِيرَةً، أَوْ قَالَ: «خَزِيرَةً» فَقُلْتُ: كُلِي، فَأَبَتْ فَقُلْتُ: " لَتَأْكُلِي، أَوْ لَأُلَطِّخَنَّ وَجْهَكِ، فَأَبَتْ، فَأَخَذْتُ مِنَ الْقَصْعَةِ شَيْئًا فَلَطَّخْتُ بِهِ وَجْهَهَا، فَرَفَعَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رِجْلَهُ مِنْ حِجْرِهَا تَسْتَقِيدُ مِنِّي، فَأَخَذَتْ مِنَ الْقَصْعَةِ شَيْئًا فَلَطَّخَتْ بِهِ وَجْهِي، وَرَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَضْحَكُ،

আয়েশা ﵂ বলেন, রসুলুল্লাহ ﷺ এর অন্য এক স্ত্রী সাওদা ﵂ একদিন আমাদের বাড়িতে বেড়াতে আসে। রসুলুল্লাহ ﷺ তার একটি পা আমার কোলে আর অন্য একটি পা সাওদা ﵂ এর কোলে রাখেন। আমি সাওদার ﵂ এর জন্য কিছু খাবার তৈরী করে

বলি খাও। তিনি খেতে অস্বীকার করেন। তখন আমি তাকে বলি হয়তো খাবে নয়তো আমি তোমার মুখে মাখিয়ে দেবো। এরপর আমি বাটি থেকে কিছু খাবার তুলে তার মুখে মাখিয়ে দিই। রসুলুল্লাহ ﷺ তখন তার কোল থেকে নিজের পা'টি সরিয়ে নেন। তিনি (আমার মুখে খাবার মাখিয়ে দিয়ে) বদলা নিতে চাচ্ছিলেন। তখন আমি নিজেই বাটি থেকে কিছু খাবার তুলে নিয়ে নিজের মুখে মেখে নিই। রসুলুল্লাহ ﷺ (এটা দেখে) হাসতে থাকেন। [সুনানে কুবরা-নাসায়ী]

মুহাদ্দিস আল-ইরাক্বী ইহইয়া উলুমিদ্দিন এর তাখরীজে হাদিসটির সনদকে উত্তম বলেছেন।

দৃশ্যটি কত চমৎকার! একজন ব্যক্তির স্ত্রীরা একে অপরের সাথে এভাবে রঙ-তামাশা করে মুখে খাবার মাখিয়ে দিচ্ছে এবং স্বামী নিজেও এ রঙ-তামাশায় অংশগ্রহণ করছে বিষয়টা ভাবতেই রোমাঞ্চ অনুভূত হয়। মহান আল্লাহ যেনো সকল মুমিনকে স্ত্রীর সাথে এমন মধুর সম্পর্ক গড়ে

তোলার তৌফিক দান করেন।

অন্য আর একটি হাদীসে স্বামী স্ত্রীর মধ্যে এধরণের মধুর সম্পর্কের চমৎকার বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। রসুলুল্লাহ ﷺ বলেন,

رَحِمَ اللهُ رَجُلًا قَامَ مِنَ اللَّيْلِ فَصَلَّى، وَأَيْقَظَ امْرَأَتَهُ، فَإِنْ أَبَتْ، نَضَحَ فِي وَجْهِهَا الْمَاءَ، رَحِمَ اللهُ امْرَأَةً قَامَتْ مِنَ اللَّيْلِ فَصَلَّتْ، وَأَيْقَظَتْ زَوْجَهَا، فَإِنْ أَبَى، نَضَحَتْ فِي وَجْهِهِ الْمَاءَ

আল্লাহ সেই ব্যক্তিকে রহম করুন যে রাত্রে ঘুম থেকে উঠে (তাহাজ্জুদ) সলাত আদায় করে আর নিজের স্ত্রীকে সলাত পড়ার জন্য ঘুম থেকে জাগ্রত করে। সে (অলসতাহেতু) উঠতে না চাইলে তার মুখের উপর পানি ছিটা মারে। আল্লাহ সেই স্ত্রীকেও রহম করুন যে রাত্রে উঠে (তাহাজ্জুদ) সলাত আদায় করে এবং তার স্বামীকে সলাত পড়ার জন্য জাগিয়ে দেয়, সে উঠতে না চাইলে তার মুখে পানি ছিটিয়ে দেয়। [আবু দাউদ]

মহান রবের ইবাদতে স্বামী স্ত্রী একে অপরকে সহযোগিতা করবে এই হাদীসে সে দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে। কিন্তু এখানে যে পন্থা বর্ণনা করা হয়েছে তা নিঃসন্দেহে চমৎকার। যেহেতু তাহাজ্জুদ সলাত ফরজ নয় তাই তাতে কাউকে বাধ্য করা যায় না কিন্তু একে অপরকে ভালবাসা দিয়ে এতে আগ্রহী করতে দোষ নেই। এখানে সেই ভালবাসারই একটি অতীব চমৎকার উদাহরণ পেশ করা হয়েছে। স্বামী বা স্ত্রী যারই আগে ঘুম ভাঙে সে অন্যকে জাগ্রত করার চেষ্টা করবে। এমনিতে জাগ্রত না হলে মুখের উপর পানি ছিটা মারবে। বলা বাহুল্য যে, অত্যন্ত মধুর সম্পর্ক না থাকলে এভাবে ঘুমন্ত স্বামী বা স্ত্রীর মুখে পানি ছিটা মারা সম্ভব নয়। মধুর সম্পর্ক না থাকলে ঘুমন্ত মানুষের মুখে পানি ছিটা মারার ইচ্ছা বা সাহস কোনোটাই যে স্বামী বা স্ত্রীর মনে আসবে না সেটা বলাই বাহুল্য। তারপরও যদি কেউ পানি ছিটা মারেই তবে জীবন রক্ষা করাই দায় হয়ে যাবে। সে হিসেবে বলা যায়, একটি মু'মিন দম্পতি নিজেদের কতটা আপন মনে করবে হাদীসে সেটা সুস্পষ্টভাবে তুলে ধরা

হয়েছে।

অন্য একটি হাদীসে এসেছে আয়েশা ﵂ বলেন,

كُنْتُ أَغْتَسِلُ أَنَا وَرَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ، يُبَادِرُنِي وَأُبَادِرُهُ. حَتَّى يَقُولَ: «دَعِي لِي» . وَأَقُولُ أَنَا: دَعْ لِي

আমি আর আল্লাহর রসুল একত্রে একই পাত্র হতে গোসল করতাম। তিনি আমার সাথে তাড়াহুড়া করতেন আমিও তার সাথে তাড়াহুড়া করতাম। তিনি বলতেন, আমাকে দাও, আমি বলতাম আমাকে দিন। [নাসায়ী]

সম্পর্কটা কত মধুর একবার চিন্তা করুন!

একটি হাদীসে এসেছে, রসুলুল্লাহ ﷺ বলেন,

إِذَا أَكَلَ أَحَدُكُمْ طَعَامًا، فَلَا يَمْسَحْ يَدَهُ حَتَّى يَلْعَقَهَا أَوْ يُلْعِقَهَا

যখন কেউ খাবার খায় রুমাল দিয়ে হাত মুছার আগে (বা পানি দিয়ে হাত ধুয়ে ফেলার আগে) সে

যেনো হাতের আঙ্গুলগুলো চেটে নেয় বা অন্য কাউকে চাটতে বলে। [বুখারী ও মুসলিম]

ইমাম নাব্বী ﵀ বলেন,

معناه والله أعلم لايمسح يَدَهُ حَتَّى يَلْعَقَهَا فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ فَحَتَّى يلعقها غيره ممن لايتقذر ذَلِكَ كَزَوْجَةٍ وَجَارِيَةٍ وَوَلَدٍ وَخَادِمٍ يُحِبُّونَهُ وَيَلْتَذُّونَ بذلك ولايتقذرون

এ হাদীসের অর্থ হলো, কোনো ব্যক্তি খাবার পরে হাত মুছবে না যতক্ষণ না নিজেই হাতের আঙ্গুলগুলো চেটে নেয় অথবা অন্য কাউকে দিয়ে চাটিয়ে নেয় যেমন স্ত্রী, দাসী, সন্তান, সেবক ইত্যাদি। যারা এটাকে অরুচিকর মনে করবে না বরং তাদের ভাল লাগবে। [শারহে মুসলিম]

এভাবে স্বামী-স্ত্রী একে অন্যের আঙ্গুল চাটলে তাতে নিঃসন্দেহের মহব্বত বৃদ্ধি পাবে। আমাদের মধ্যে অনেকেই হয়তো বিষয়টাকে অরুচিকর মনে করবেন। কিন্তু রসুলুল্লাহ নিজে এ ধরনের কাজ করেছেন।

আয়েশা ﵂ বলেন,

كُنْتُ أَشْرَبُ وَأَنَا حَائِضٌ، ثُمَّ أُنَاوِلُهُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَضَعُ فَاهُ عَلَى مَوْضِعِ فِيَّ، فَيَشْرَبُ

আমি হায়েজ অবস্থায় কোনো পাত্রে পানি পান করতাম তারপর সেটা রসুলুল্লাহ ﷺ এর হাতে দিতাম। আমি যেখানে মুখ দিয়েছি তিনি সেখানে মুখ দিয়ে পানি পান করতেন। [সহীহ মুসলিম]

আয়েশা ﵂ আরও বলেন,

تُوُفِّيَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَيْتِي، وَفِي نَوْبَتِي، وَبَيْنَ سَحْرِي وَنَحْرِي، وَجَمَعَ اللهُ بَيْنَ رِيقِي وَرِيقِهِ

রসুলুল্লাহ ﷺ এর ওফাত হয়েছে আমারই ঘরে আমার বুকের উপর এবং আমার মুখের লালা তার মুখের লালার সাথে মিশ্রিত হয়েছে। [বুখারী]

উভয়ের মুখের লালা মিশ্রিত হওয়ার ব্যাখ্যা হলো আয়েশা ﵂ একটি মিসওয়াক নিয়ে নিজে চিবিয়ে

নিজেই সেটা দিয়ে রসুলুল্লাহ ﷺ এর দাঁত মেজে দিয়েছেন। [বুখারী]

এমনই ছিল আল্লাহর রসুলের সাথে তার স্ত্রীদের সুগভীর সম্পর্ক।

পরস্পরকে আদর-সোহাগ করা

স্ত্রীর সাথে রঙ-তামাশার একটা গুরুত্বপূর্ণ অংশ হলো তার সাথে প্রেম করা। প্রেম বলতে অনেকে কেবল স্ত্রী সহবাসকে বোঝে। সারাদিনের কাজ শেষে ক্লান্ত হয়ে বাড়ি ফিরে কেবল নিজের প্রয়োজনের তাগিদে যত দ্রুত সম্ভব স্ত্রী সহবাস সম্পন্ন করে ঘুমিয়ে পড়ে। এভাবে কোনোরকমে নিজেকে তৃপ্ত করে কিন্তু তার স্ত্রী মোটেও তৃপ্ত হয়েছে কিনা সেদিকে সমান্যও লক্ষ্য রাখে না। সন্দেহ নেই যে, স্ত্রীর সাথে সহবাস করা দাম্পত্য জীবনের একটি অত্যাধিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় তবে সেটা একমাত্র বিষয় নয়। সহবাসের পূর্বে স্ত্রীকে আদর-সোহাগ করাও গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়। এমনকি সহবাসের উদ্দেশ্য ছাড়াই একে অপরকে

আলিঙ্গন করা, চুম্বন করা, জড়িয়ে ধরা এগুলোর প্রয়োজন রয়েছে। স্ত্রীর মনকে প্রফুল্য করার জন্য স্ত্রীর সাথে স্বাভাবিক খেল-তামাশা ও ক্রীড়া কৌতুক যতটা না কার্যকর তার চেয়ে এগুলো অনেক বেশি কার্যকর। এর মাধ্যমে স্ত্রী বুঝতে পারে তার স্বামী কেবল নিজের প্রয়োজনে তার কাছে আসে এমন নয় বরং প্রকৃতই সে তাকে ভালবাসে। তাই সহবাসের সময় ছাড়াও তাকে কাছে টানে এবং আদর করে। এর মাধ্যমে উভয়ের মধ্যে সম্পর্কটা গাঢ় হয় একারণে এ বিষয়ে ইসলামে অত্যাধিক গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে।

সহবাসের পূর্বে স্ত্রীকে আদর-সোহাগ করার ব্যাপারে বেশ কিছু বর্ণনা রয়েছে। একটি বর্ণনাতে এসেছে রসুলুল্লাহ ﷺ বলেন,

لَا يقعن أحدكُم عَلَى امْرَأَته كَمَا تقع الْبَهِيمَة، وَليكن بَينهمَا رَسُول» قيل وَمَا الرَّسُول يَا رَسُول الله؟ قَالَ «الْقبْلَة وَالْكَلَام»

তোমাদের মধ্যে কেউ যেনো জন্তু জানোয়ারের মতো কোনো পূর্ব সংকেত ছাড়াই সরাসরি তার স্ত্রীর সাথে সহবাসে লিপ্ত না হয়। প্রশ্ন করা হলো, পূর্ব সংকেত কি? তিনি বললেন, চুম্বন করা এবং (প্রেমের) কথা বলা। [ইহইয়া উলুমিদ্দীন]

আল-ইরাক্বী বলেছেন, হাদীসটি মুনকার। একই অর্থের আরও একটি বর্ণনা রয়েছে। সেখানে এসেছে,

ثلاثة من الجفاء أن يؤاخى الرجل الرجل فلا يعرف له اسمًا ولا كنية وأن يهيئ الرجل لأخيه طعامًا فلا يجيبه وأن يكون بين الرجل وأهله وقاع من غير أن يرسل رسولاً المزاح والقبل لا يقع أحدكم على أهله مثل البهيمة على البهيمة

তিনটি জিনিস অভদ্রতা হিসেবে গণ্য। একঃ কেউ কারো সাথে পরিচিত হলো কিন্তু তার নাম ঠিকানা জিজ্ঞাসা করলো না। দুইঃ কেউ কারও জন্য খাবার প্রস্তুত করে দাওয়াত দিলো কিন্তু সে উক্ত দাওয়াত গ্রহণ করলো না। তিনঃ কেউ স্ত্রীর সাথে খেল-

তামাশা, চুম্বন ইত্যাদি পূর্ব সংকেত ছাড়াই সরাসরি সহবাস করলো। কেউ যেনো জন্তু জানোয়ারের মতো তার স্ত্রীর সাথে সরাসরি সহবাস না করে।

[জামিউল আহাদিস]

জাবির ﵁ থেকে বর্ণিত আছে,

نَهَى رَسُولُ اللهِّ – صَلَّى اللهُّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – عَنِ الْمُوَاقَعَةِ قَبْلَ الْمُلَاعَبَةِ

রসুলুল্লাহ ﷺ স্ত্রীর সাথে খেল তামাশা ছাড়াই সরাসরি সহবাস করতে নিষেধ করেছেন। [যাদুল মায়াদ]

এসব হাদিসের কোনোটিই সহীহ নয়। তবে এসব হাদীসের মূলভাব ওলামায়ে কিরামের নিকট গ্রহণযোগ্য। এখানে যা করতে বলা হচ্ছে সেটা আসলেই করা উচিৎ।

ইবনুল কায়্যিম ﵀ বলেন,

ومِمَّا ينبغى تقديُمُه على الجِماع : ملاعبةُ المرأة ، وتقبيلُها ، ومصُّ لِسانها ، وكان رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُلاعبُ أهله ، ويُقَبلُها

স্ত্রী সহবাসের পূর্বে যা করা উচিৎ তা হলো, স্ত্রীর সাথে খেলা করা, তাকে চুম্বন করা, তার জিহ্বা চোষন করা ইত্যাদি। রসুলুলল্লাহ ﷺ তার স্ত্রীদের সাথে খেলা করতেন এবং তাদের চুম্বন করতেন। [যাদুল মায়াদ]

ইবনে কুদামা رحمه الله বলেন,

وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يُلَاعِبَ امْرَأَتَهُ قَبْلَ الْجِمَاعِ؛ لِتَنْهَضَ شَهْوَتُهَا، فَتَنَالَ مِنْ لَذَّةِ الْجِمَاعِ مِثْلَ مَا نَالَهُ.وَقَدْ رُوِيَ عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، عَنْ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنَّهُ قَالَ: «لَا تُوَاقِعْهَا إلَّا وَقَدْ أَتَاهَا مِنْ الشَّهْوَةِ مِثْلُ مَا أَتَاك، لِكَيْ لَا تَسْبِقَهَا بِالْفَرَاغِ. قُلْت: وَذَلِكَ إلَيَّ؟ قَالَ: نَعَمْ، إنَّك تُقَبِّلُهَا، وَتَغْمِزُهَا، وَتَلْمِزُهَا، فَإِذَا رَأَيْت أَنَّهُ قَدْ جَاءَهَا مِثْلُ مَا جَاءَك، وَاقَعْتَهَا

সহবাসের পূর্বে স্ত্রীর সাথে খেলা করা মুস্তাহাব।

যাতে তার সহবাসের চাহিদা সৃষ্টি হয় এবং স্বামীর মতো সেও সহবাসে তৃপ্তি পায়। উমর ইবনে আব্দিল আজিজ ﵀ থেকে বর্ণিত আছে রসুলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, তুমি স্ত্রীর সাথে সহবাস করো না যতক্ষণ না তার মধ্যে সহবাসের চাহিদা সৃষ্টি হয় যেমনটা তোমার হয়েছে। যাতে সে তৃপ্ত হওয়ার আগেই সহবাস শেষ না হয়। শ্রোতা বলেন, আমি বললাম, সে দায়িত্ব কি আমার? রসুলুল্লাহ ﷺ বললেন, হ্যাঁ। তুমি তাকে (সহবাসের পূর্বে) চুম্বন করবে, তার শরীরে (আদর করে) খামছে দেবে (আলতো ভাবে) আঘাত করবে। এভাবে যখন তার মধ্যে চাহিদা সৃষ্টি হয় যেমনটি তোমার মধ্যে হয়েছে তখন তার সাথে সহবাস করো। [আল-মুগনী]

ওলামায়ে কিরামের এসব কথার মধ্যে স্ত্রীকে কিভাবে আদর-সোহাগ করতে হয় তার বেশ কিছু নমুনা দেখতে পায়। এ ছাড়া আরও অনেক পদ্ধতি রয়েছে যা বিস্তারিত বর্ণনা করা সম্ভব নয়। তার

মধ্যে উল্লেখযোগ্য একটি বিষয় হলো, স্ত্রীর স্তনে মুখ দিয়ে চোষা। বর্তমানে একটা ভুল ধারনা প্রচলিত আছে। অনেকে মনে করে স্ত্রীর দুধ স্বামীর মুখে চলে গেলে বা কোনোভাবে স্বামী যদি স্ত্রীর দুধ খেয়ে ফেলে তবে ঐ স্ত্রী তার জন্য হারাম হয়ে যাবে। এটা মোটেও সঠিক কথা নয়। হারাম হয় কেবল দুই বছর বা তার কাছাকাছি বয়সে কেউ কারও দুধ পান করলে। বড় হয়ে যাওয়ার পর কেউ কারও দুধ পান করলে হারাম হয় না।

রসুলুল্লাহ ﷺ বলেন,

فَإِنَّمَا الرَّضَاعَةُ مِنَ الْمَجَاعَةِ

দুধ খাওয়ানোর মাধ্যমে হারাম হবে যখন (দুধের শিশুকে) ক্ষিদে থেকে বাঁচানোর জন্য (খাবার হিসেবে) দুধ খাওয়ানো হয়। [বুখারী ও মুসলিম]

অন্য হাদীসে আরও স্পষ্ট করে বলা হয়েছে,

لَا يُحَرِّمُ مِنَ الرِّضَاعَةِ إِلَّا مَا فَتَقَ الْأَمْعَاءَ فِي الثَّدْيِ، وَكَانَ قَبْلَ الفِطَامِ

দুধ খাওয়ার মাধ্যমে হারাম কেবল তখন হয় যখন দুধ ছাড়ানোর পূর্বেই কোনো বাচ্চার পেটে দুধ প্রবেশ করে। [তিরমিযী]

অর্থাৎ যার দুধ ছেড়ে দেওয়ার বয়স হয়ে গেছে এবং সে বালেগ পুরুষে পরিণত হয়ে গেছে সে এখন কারো দুধ পান করলে সে তার জন্য হারাম হয়ে যাবে না। অতএব স্ত্রীদের স্তনে মুখ দেওয়ার ব্যাপারে স্বামীদের অতিরিক্ত কোনো সতর্কতা অবলম্বন করার প্রয়োজন নেই। একটি বর্ণনাতে এসেছে,

أَنَّ رَجُلاً سَأَلَ أَبَا مُوسَى الْأَشْعَرِيَّ، فَقَالَ: إِنِّي مَصِصْتُ عَنِ امْرَأَتِي مِنْ ثَدْيِهَا لَبَناً، فَذَهَبَ فِي بَطْنِي .فَقَالَ أَبُو مُوسَى: لاَ أُرَاهَا إِلاَّ قَدْ حَرُمَتْ عَلَيْكَ .قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْعُودٍ: انْظُرْ مَا تُفْتِي بِهِ الرَّجُلَ .فَقَالَ أَبُو مُوسَى: فَمَا تَقُولُ أَنْتَ؟ فَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْعُودٍ: لاَ رَضَاعَةَ إِلاَّ مَا كَانَ فِي الْحَوْلَيْنِ فَقَالَ أَبُو مُوسَى: لاَ تَسْأَلُونِي عَنْ شَيْءٍ، مَا كَانَ هذَا الْحَبْرُ بَيْنَ أَظْهُرِكُمْ.

একজন ব্যক্তি আবু মুসা আল-আশয়ারী ﵁ এর নিকট এসে বলল, আমি আমার স্ত্রীর স্তন চোষন করছিলাম। এভাবে তার দুধ আমার পেটের মধ্যে চলে গেছে। আবু মুসা আল-আশয়ারী ﵁ বললেন, আমার তো মনে হয় তোমার স্ত্রী হারাম হয়ে গেছে। ইবনে মাসউদ ﵁ এটা শুনে বললেন, এ লোক আবার কি ফতোয়া দিচ্ছে দেখো! এটা শুনে আবু মুসা আল-আশয়ারী বললেন, আপনি এ বিষয়ে কি বলেন? ইবনে মাসউদ ﵁ বললেন, দু বছর বয়সের পর আর দুধ খেয়ে কিছু হারাম হয় না। এটা শুনে আবু মুসা আল-আশয়ারী ﵁ বলেন, এই জ্ঞানী ব্যক্তি তথা ইবনে মাসউদ ﵁ বেঁচে থাকা পর্যন্ত তোমরা আমার কাছে কোনো প্রশ্ন করবে না।

[মুয়াত্তা মালিক]

স্বামী স্বেচ্ছায় বা অনিচ্ছায় যে ভাবেই স্ত্রীর দুধ পান করুক তাতে স্ত্রী তার উপর হারাম হবে না। তবে স্বেচ্ছায় স্ত্রীর দুধ পান না করাই ভাল।

উপরের কিছু বর্ণনাতে সহবাসের পুর্বে আলিঙ্গন, চুম্বন ইত্যাদির সাথে স্ত্রীকে কিছু কথা শোনানোর

তাগিদও দেওয়া হয়েছে। এ সময় স্ত্রীকে কি ধরণের কথা শোনানো উচিৎ সে ব্যাপারে সামান্য ইঙ্গিত দেওয়া প্রয়োজন মনে করছি। এসময় প্রেম ভালবাসার কথাই যে শোনাতে হবে সেটা সহজেই অনুমান করা যায়। কিন্তু তা কতটা গভীর হতে পারে সেটা হয়তো অনেকেই বুঝতে সক্ষম হবেন না। আমি তোমাকে ভালবাসি, তুমি আমার জান এই প্রকারের কথা তো অবশ্যই বলতে হবে। এর বাইরে আরও অনেক কথা বলা যায় স্বামী-স্ত্রী উভয়ের অন্তরে যার প্রভাব অনেক অনেক বেশি। আর তা হলো, স্বামী-স্ত্রী একে অপরকে অশ্লীল কথা শোনানো।

মহান আল্লাহ বলেন,

{أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ} [البقرة: ١٨٧]

রমজানের রাতে স্ত্রীদের সাথে অশ্লীলতা বৈধ করা হয়েছে। [বাকারা/১৮৭]

অন্য আয়াতে এসেছে, হজ্জের সময় অশ্লীলতা করা

যাবে না অর্থাৎ অন্য সময় করা যাবে।

এসব আয়াতে স্ত্রীর সাথে অশ্লীলতা বলতে কি বোঝানো হয়েছে সে বিষয়ে ওলামায়ে কিরামের মধ্যে নানা রকম মতামত রয়েছে। আব্দুল্লাহ ইবনে উমর, তাউস, আতা প্রমুখ আলেম বলেছেন,

الرَّفَثُ الْإِفْحَاشُ لِلْمَرْأَةِ بِالْكَلَامِ

এটা হলো, স্ত্রীর সাথে মারাত্মক পর্যায়ের অশ্লীল কথা বলা। [কুরতুবী]

ইবনে আব্বাস নিজেও অশ্লীল কবিতা পাঠ করেছেন বলে সহীহ সূত্রে বর্ণিত আছে। তিনি বলেন,

وَهُنَّ يَمْشِينَ بِنَا هَمِيسَا ... إِنْ تَصْدُقِ الطَّيْرُ نَنِكْ لَمِيسَا

স্ত্রীরা সঙ্গোপনে আলতো পায়ে হেঁটে গেলো
ঐ নরম দেহে মিলন হবে ভাগ্য হলে ভাল

ইমাম কুরতুবী ﵀ তার তাফসীরে ঘটনাটি উল্লেখ করেছেন। হাকিম তার মুস্তাদরাকেও বর্ণনা করেছেন এবং আজ-জাহাবী সহীহ বলেছেন।

এখানে তিনি মিলন বোঝাতে আঞ্চলিক শব্দ ব্যবহার করেছেন যা সাধারনত সরাসরি বলা হয় না। স্বামী স্ত্রীর মধ্যে এভাবে সোজা বাংলায় সহবাস এবং সহবাসের অংগপ্রত্যঙ্গের নাম উল্লেখ করা যেতে পারে। যদিও সেগুলো মূলত অশ্লীল শব্দ তাই সাধারণত তা কেউ মুখে আনে না। বলা বাহুল্য যে স্ত্রীর সাথে অশ্লীল কাজই যখন বৈধ তখন কিছু অশ্লীল কথা বলতে দোষ নেই। তবে যেসব কথার মধ্যে স্বামী বা স্ত্রীর উপর অবৈধ কাজের দোষ চাপানো হয় সেগুলো তামাশার ছলেও না বলা উচিৎ। যেমন স্ত্রীকে পতিতা বা এ ধরণের কিছু বলা। কেননা এর সাথে অবৈধ কাজ করার সম্পর্ক রয়েছে আর কোনো মুমিন তার স্ত্রীকে তামাশার ছলেও ঐ প্রকৃতির অবৈধ কাজের সাথে সম্পর্কিত হিসেবে আখ্যায়িত করতে পারে না।

দেখা যাচ্ছে সহবাসের পূর্বে স্ত্রীকে আদর-সোহাগ করা এবং অশ্লীল বাক্য ব্যবহার করা ইসলামের

শিক্ষার মধ্যেই অন্তর্ভূক্ত।

এমনকি সহবাসের উদ্দেশ্য ছাড়াই স্ত্রীর সাথে এভাবে প্রেম নিবেদন করার ব্যাপারে বিভিন্ন বর্ণনা রয়েছে। বিশেষত যখন সহবাস বৈধ নয়। যেমন- হায়েজ অবস্থায় বা সওম পালন করা অবস্থায় তখন স্ত্রীকে পরিপূর্ণ পরিত্যাগ না করে তার সাথে এধরণের আদর সোহাগ করার প্রতি হাদিসে গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। রসুলুল্লাহ ﷺ নিজে এগুলো করেছেন এবং অন্যদের তা করার শিক্ষা দিয়েছেন।

আয়েশা ﵂ বলেন,

كَانَ إِحْدَانَا إِذَا كَانَتْ حَائِضًا أَمَرَهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَتَأْتَزِرُ بِإِزَارٍ ثُمَّ يُبَاشِرُهَا

রসুলুল্লাহ ﷺ এর স্ত্রীদের মধ্যে কেউ যখন হায়েজ অবস্থায় থাকতো রসুলুল্লাহ ﷺ তাকে পায়জামা পরিধান করতে বলতেন। তারপর তার সাথে আলিঙ্গন করতেন।

[মুসলিম]

অন্য একটি হাদীসে এসেছে,

أَنَّ الْيَهُودَ كَانُوا إِذَا حَاضَتِ الْمَرْأَةُ فِيهِمْ لَمْ يُؤَاكِلُوهَا، وَلَمْ يُجَامِعُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ فَسَأَلَ أَصْحَابُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَنْزَلَ اللهُ تَعَالَى {وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ} إِلَى آخِرِ الْآيَةِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «اصْنَعُوا كُلَّ شَيْءٍ إِلَّا النِّكَاحَ» فَبَلَغَ ذَلِكَ الْيَهُودَ، فَقَالُوا: مَا يُرِيدُ هَذَا الرَّجُلُ أَنْ يَدَعَ مِنْ أَمْرِنَا شَيْئًا إِلَّا خَالَفَنَا

ইয়াহুদীরা তাদের মধ্যে কোনো মহিলার হায়েজ হলে তার সাথে একই ঘরে থাকতো না। এ বিষয়ে রসুলুল্লাহ ﷺ কে প্রশ্ন করা হলে এই আয়াত অবতীর্ণ হয়। তারা আপনাকে হায়েজ সম্পর্কে প্রশ্ন করে, বলুন এটা অপবিত্র। অতএব তোমরা হায়েজ অবস্থায় স্ত্রী সহবাস থেকে দূরে থাকো। [বাকারা-২২২] এরপর রসুলুল্লাহ ﷺ বলেন, সহবাস ছাড়া আর যা খুশি তা তোমরা করতে পারো। একথা

শুনে ইয়াহুদীরা বলে এই ব্যক্তি প্রতিটা ব্যাপারেই আমাদের উল্টো করে। [মুসলিম]

হায়েজ অবস্থায় স্ত্রীর শরীরের কতটুকু বৈধ সে বিষয়ে ওলামায়ে কিরামের মধ্যে দ্বিমত আছে। এ বিষয়ে বিভিন্ন রকম হাদীস থাকার কারণে এই দ্বিমতের সৃষ্টি হয়েছে। কোনো কোনো হাদীসে এসেছে, নাভী থেকে হাঁটু পর্যন্ত কাপড় দিয়ে ঢেকে তার উপর স্বামী যা খুশি করতে পারে। কোনো কোনো বর্ণনায় আছে, উরুর মাঝখান পর্যন্ত ঢাকাই যথেষ্ট হবে। কোনো কোনো বর্ণনায় এসেছে, কেবল লজ্জাস্থানের উপর কাপড় দিলেই যথেষ্ট হবে। অন্য কিছু বর্ণনায় কেবল সহবাস ছাড়া অন্য সবই বৈধ বলা হয়েছে। এসব বর্ণনা একত্রিত করলে বোঝা যায়, এ অবস্থায় মূলত স্ত্রীর লজ্জাস্থানে সহবাস করা নিষেধ। বাকী সবই বৈধ। তবে কেউ হয়তো অতিরিক্ত উত্তেজিত হয়ে সহবাস করে বসবে সে কারণে সতর্কতা হেতু কাপড় দিয়ে লজ্জাস্থান ঢেকে নিতে বলা হয়েছে। যার ক্ষেত্রে এমন ভয় নেই সে কাপড় দিয়ে ঢেকে না নিলেও সমস্যা নেই।

লজ্জাস্থান ছাড়া স্ত্রীর শরীরের যে কোনো অংশকে উপভোগ করার অধিকার তার আছে।

ইবনে রজব আল-হাম্বালী ﵀ এসব হাদীস উল্লেখ করার পর বলেন,

فظهر أن الاستمتاع ببدن الحائض كله جائز، لا منع فيهِ سوى الوطء في الفرج، وأنه يستحب أن يكون ذَلِكَ مِن فوق الإزار، خصوصاً في أول الحيض وفورته، وإن اكتفى بستر الفرج وحده جاز، وإن استمتع بها بغير ستر بالكلية جاز

এর মাধ্যমে প্রমাণিত হয় হায়েজগ্রস্থ মহিলার সম্পূর্ণ শরীর (কাপড় দিয়ে না ঢেকেই) উপভোগ করা বৈধ। কেবল মাত্র লজ্জা স্থানে সহবাস করা ছাড়া অন্য কোনো নিষেধাজ্ঞা নেই। তবে কাপড় দিয়ে ঢেকে নেওয়া উত্তম। বিশেষ করে হায়েজের প্রথম দিকে যখন অতিরিক্ত রক্ত বের হয়। আর যদি কেবল স্ত্রীর লজ্জাস্থান কাপড় দিয়ে ঢেকে নেয় সেটাও বৈধ হবে। যদি সম্পূর্ণ শরীরে কোনো

কাপড় ছাড়াই (সম্পূর্ণ উলঙ্গ অবস্থায়) উপভোগ করে তবে সেটাও বৈধ হবে।

[ইবনে রজবের ফাতহুল বারী]

পরবর্তীতে তিনি এই শেষের মতটিকে জমহুর আলেমের মত হিসেবে উল্লেখ করেছেন।

সওম পালন করা অবস্থাতেও স্ত্রীর সাথে সহবাস ছাড়া অন্য সকল কিছুই বৈধ হওয়ার ব্যাপারে হাদীস বর্ণিত আছে।

আয়েশা ﵂ বলেন,

يُقَبِّلُ وَيُبَاشِرُ وَهُوَ صَائِمٌ

রসুলুল্লাহ ﷺ রোজা অবস্থায় স্ত্রীকে আলিঙ্গন করতেন এবং চুম্বন করতেন।

[বুখারী]

তিনি আরও বলেন,

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُقَبِّلُهَا وَهُوَ صَائِمٌ،

وَيَمُصُّ لِسَانَهَا

রসুলুল্লাহ ﷺ সওম পালন করা অবস্থায় তাকে চুম্বন করতেন এবং তার জিহ্বা চোষন করতেন। [আবু দাউদ]

রোজাদার সম্পর্কে আয়েশা ﷺ বলেন, (يحرم عليه فرجها) তার জন্য কেবল তার স্ত্রীর লজ্জাস্থানটি অবৈধ। [বুখারী]

অর্থাৎ এছাড়া বাকী সবই বৈধ।

ইবনে আব্বাস থেকে একটি লম্বা হাদিসে অনুরূপ কথা বর্ণিত আছে। একজন ব্যক্তি তাকে রমজানে রোজা অবস্থায় স্ত্রীকে চুম্বন করা, তাকে আলিঙ্গন করা সম্পর্কে প্রশ্ন করলে তিনি বলেন, যদি নিজেকে ধরে রাখতে পারো অর্থাৎ উত্তেজিত হয়ে সহবাস করে না ফেল তবে এসব করতে পারো। শেষে সে বলে,

فَهَلْ لِي إِلَى أَنْ أَضْرِبَ بِيَدِي عَلَى فَرْجِهَا مِنْ سَبِيلٍ

আমি কি আমার হাত দিয়ে তার লজ্জাস্থানে (হালকাভাবে) আঘাত করতে পারি?

ইবনে আব্বাস ﷺ বলেন, যদি নিজেকে ধরে রাখতে পারো তবে তা করতে পারো। ইবনে হিযাম আল-মুহাল্লাতে বর্ণনাটি উল্লেখ করেছেন।

আয়েশা ﷺ এর ভাই আব্দুর রহমানের ছেলে আব্দুল্লাহর স্ত্রী আয়েশা বিনতে তলহা একবার আয়েশা ﷺ এর নিকট আসে। সম্ভবত তিনি তার নিকট এই অভিযোগ করেন যে তার স্বামী রোজা অবস্থায় তাকে আদর-সোহাগ করে না। পরে তার স্বামী হাজির হলে আয়েশা ﷺ তাকে বলেন,

ما لك أن تدنو من أهلك وتقبلها وتلاعبها

স্ত্রীর কাছে যেতে এবং তাকে চুম্বন করতে এবং তার সাথে খেল তামাশা করতে তোমার সমস্যা কি?

একথা শুনে উক্ত ব্যক্তি বলে, আমি কি রোজা অবস্থায়ও এসব করবো? আয়েশা ﷺ বলেন, হ্যাঁ।

[মুয়াত্তা মালিক]

এ থেকে বোঝা যায়, হায়েজ অবস্থার মতোই রোজা অবস্থায়ও স্ত্রীর সাথে সহবাস ছাড়া সব কিছুই করা যায়। তবে পার্থক্য হলো, রোজা অবস্থায় লক্ষ্য রাখতে হবে যেনো কোনো ভাবেই বীর্য নির্গত না হয়। কেননা সেক্ষেত্রে রোজা ভেঙে যাবে। হায়েজ অবস্থায় তা নির্গত হলেও সমস্যা নেই।

এই আলোচনায় এটাই প্রমাণিত হয় যে, সহবাস ছাড়া স্ত্রীর সাথে আর কিছুই করার নেই এই ধারণা ভুল। সঠিক কথা হলো, স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে প্রেম নিবেদন ও বিনোদনের বহু পন্থা-পদ্ধতি রয়েছে। সহবাস তার মধ্যে একটি মাত্র। বোকা লোকেরা কেবল সহবাস করেই যথেষ্ট মনে করে কিন্তু অভিজ্ঞ জনেরা স্ত্রীকে পরিপূর্ণভাবে উপভোগ করে। তাতে দাম্পত্য জীবন সুখের নিড়ে পরিণত হয়।

স্বামী-স্ত্রী একে অন্যের বিশেষ চাহিদা

মেটানোর জন্য স্বচেষ্ট হওয়া।

এটিই দাম্পত্য জীবনের চূড়ান্ত লক্ষ্য। তাই এ ব্যাপারে ইসলামে গুরুত্বও আরোপ করা হয়েছে অত্যাধিক। এবিষয়ে স্বামী-স্ত্রী উভয়কে ভূমিকা রাখতে উৎসাহিত করা হয়েছে। স্বামীর ক্ষেত্রে কিছু নির্দেশনা পূর্বে গত হয়েছে। স্ত্রীর সাথে মিলিত হওয়ার আগে নানা রকম অঙ্গ-ভঙ্গির মাধ্যমে তাকে সহবাসের দিকে আকৃষ্ট করে তোলা সম্পর্কে পূর্বে আলোচনা করা হয়েছে। ইবনে কুদামা ﷬ আল-মুগনীতে এসব বিষয়ে আলোচনা করেছেন। তারপর তিনি বলেন,

فَإِنْ فَرَغَ قَبْلَهَا، كُرِهَ لَهُ النَّزْعُ حَتَّى تَفْرُغَ؛ لِمَا رَوَى أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «إذَا جَامَعَ الرَّجُلُ أَهْلَهُ فَلْيَصْدُقْهَا، ثُمَّ إذَا قَضَى حَاجَتَهُ، فَلَا يُعَجِّلْهَا حَتَّى تَقْضِيَ حَاجَتَهَا» . وَلِأَنَّ فِي ذَلِكَ ضَرَرًا عَلَيْهَا، وَمَنْعًا لَهَا مِنْ قَضَاءِ شَهْوَتِهَا

যদি স্ত্রীর পূর্বেই স্বামীর সহবাস শেষ হয়ে যায় তবু

তার জন্য তৎক্ষনাৎ বিরতি দেওয়া অনুচিৎ। আনাস ইবনে মালিক ﷺ থেকে বর্ণিত রসুলুল্লাহ ﷺ বলেন, যখন একজন পুরুষ তার স্ত্রীর সাথে মিলিত হয় এবং তার প্রয়োজন পুরা হয় তবু সে যেনো তাড়াহুড়া না করে যতক্ষণ না তার স্ত্রীর প্রয়োজন পূর্ণ হয়। এটা অনুচিৎ কারণ এর মাধ্যমে স্ত্রীকে ক্ষতিগ্রস্থ করা হয় এবং পরিপূর্ণ তৃপ্তি হতে বঞ্চিত করা হয়। [আল-মুগনী]

এভাবে একজন পুরুষকে তার স্ত্রীর চাহিদার দিকে লক্ষ্য রাখতে বলা হয়েছে। বিপরীতে স্ত্রীকেও স্বামীর চাহিদা পূর্ণ করার ব্যাপারে সদা স্বচেষ্ট থাকতে বলা হয়েছে। রসুলুল্লাহ ﷺ বলেন,

إِذَا الرَّجُلُ دَعَا زَوْجَتَهُ لِحَاجَتِهِ فَلْتَأْتِهِ، وَإِنْ كَانَتْ عَلَى التَّنُّورِ

যখন কোনো স্বামী তার স্ত্রীকে নিজের প্রয়োজনে কাছে ডাকে তখন তার উচিৎ সাড়া দেওয়া, যদিও সে চুলার পাড়ে থাকে (তথা রান্না-বাড়ার কাছে ব্যস্ত থাকে)। [তিরমিযী]

এই হাদীসটিতে সংক্ষেপে কিন্তু চমৎকারভাবে স্ত্রীর দায়িত্ব তুলে ধরা হয়েছে। নিজের একান্ত আবশ্যকীয় কাজে ব্যস্ত থাকার সময়ও যদি স্বামী তাকে কাছে ডাকে তবে তার উচিৎ সে ডাকে সাড়া দেওয়া। যাতে স্বামী তার প্রয়োজন মিটিয়ে নিতে পারে। আর স্বামীরও উচিৎ অন্তরের মধ্যে কোনো চাহিদা জাগলে তৎক্ষনাৎ তা মিটিয়ে নেওয়া। এর জন্য রাত দিন বা সকাল বিকাল এমন কোনো রুটিন মেনে চলার প্রয়োজন নেই। একটি হাদীসে এসেছে,

রসুলুল্লাহ ﷺ বলেন,

إِذَا أَحَدُكُمْ أَعْجَبَتْهُ الْمَرْأَةُ فَوَقَعَتْ فِي قَلْبِهِ فَلْيَعْمِدْ إِلَى امْرَأَتِهِ فَلْيُوَاقِعْهَا فَإِنَّ ذَلِكَ يَرُدُّ مَا فِي نَفْسِهِ

তোমাদের মধ্যে যদি কারও হঠাৎ কোনো মেয়েকে দেখে ভাল লাগে। তবে নিজের স্ত্রীর নিকট ফিরে যাও এবং তার সাথে সহবাস করো। এতে তোমার অন্তরের মধ্যে যা ছিল তা দূর হবে। [সহীহ মুসলিম]

অন্য বর্ণনায় অতিরিক্ত এসেছে, (فَإِنَّ مَعَهَا مِثْلَ الَّذِي مَعَهَا) কেননা তার স্ত্রীর নিকটও তাই রয়েছে যা উক্ত মহিলার মধ্যে আছে। [তিরমিযী]

এই হাদীসের ব্যাখ্যায় ইমাম নাব্বী ﵀ বলেন,

وَفِيهِ أَنَّهُ لَا بَأْسَ بِطَلَبِ الرَّجُلِ امْرَأَتَهُ إِلَى الْوِقَاعِ فِي النَّهَارِ وَغَيْرِهِ وَإِنْ كانت مشتغلة بما يمكن تركه لِأَنَّهُ رُبَّمَا غَلَبَتْ عَلَى الرَّجُلِ شَهْوَةٌ يَتَضَرَّرُ بِالتَّأْخِيرِ فِي بَدَنِهِ أَوْ فِي قَلْبِه

এই হাদীস থেকে বোঝা যায়, স্বামী তার স্ত্রীকে দিনের বেলায় বা অন্য যে কোনো সময় সহবাসের জন্য আহ্বান করতে পারে। যদিও স্ত্রী তখন এমন কোনো কাজে ব্যস্ত থাকে যা থেকে কিছুক্ষণের জন্য বিরতি নেওয়া যায়। কেননা অনেক সময় কোনো পুরুষের মধ্যে এমন চাহিদা জেগে উঠতে পারে যাতে দেরি করলে তার শারীরিক ও মানসিক ক্ষতি হতে পারে। [শারহে মুসলিম]

পুরুষরা কাজে কর্মে বাইরে যায় এবং নানা রকম জিনিস তাদের চোখে পড়ে। অনেক সময় হয়তো নিজের অজান্তেই কোনো মহিলার দিকে চোখ পড়ে এবং তাদের অন্তরে খারাপ ধারণা উদিত হয়। সেটা মনের মধ্যে পুষে না রেখে মিটিয়ে ফেলার জন্য নিজের স্ত্রীর নিকট গিয়ে চাহিদা পূর্ণ করতে স্বামীকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। আর স্বামী যখনই আহ্বান করে সে ডাকে সাড়া দিতে নারীর প্রতি আদেশ দেওয়া হয়েছে। স্বামীর চাহিদা মেটানোর জন্য সদা সর্বদা স্ত্রীকে প্রস্তুত থাকতে হবে। এটা নফল ইবাদতের চেয়েও উত্তম। রসুলুল্লাহ ﷺ বলেন,

لاَ تَصُومُ المَرْأَةُ وَبَعْلُهَا شَاهِدٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ

যে মহিলার স্বামী বাড়িতে আছে (সফরে যায় নি) স্বামীর অনুমতি ছাড়া নফল রোজা পালন করা তার জন্য বৈধ নয়। [বুখারী]

এটা নিষেধ, কারণ স্ত্রী রোজা পালন করলে স্বামী তার সাথে সহবাস করতে পারবে না। অর্থাৎ নফল ইবাদতের অজুহাতেও স্বামীকে বঞ্চিত করা কোনো

স্ত্রীর জন্য বৈধ নয়। কত চমৎকার এই শিক্ষা! এর উপর আমল করলেই একটি সুখী দম্পতি গড়ে উঠতে পারে। যেসব নারীরা এ শিক্ষা অমান্য করে আর নানা অজুহাতে স্বামীর ডাকে সাড়া দেয় না তাদের পরিণাম অত্যন্ত ভয়াবহ।

হাদীসে এসেছে,

إِذَا دَعَا الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ إِلَى فِرَاشِهِ فَأَبَتْ فَبَاتَ غَضْبَانَ عَلَيْهَا لَعَنَتْهَا الْمَلَائِكَةُ حَتَّى تُصْبِحَ

যদি কোনো স্বামী তার স্ত্রীকে বিছানায় ডাকে কিন্তু সে সাড়া না দেয় ফলে তার স্বামী রাগান্বিত অবস্থায় রাত কাটায় তবে সকাল হওয়া পর্যন্ত ফেরেস্তারা ঐ স্ত্রীকে অভিশাপ দেয়। [বুখারী ও মুসলিম]

অন্য বর্ণনায় এসেছে,

إِذَا بَاتَتِ الْمَرْأَةُ، هَاجِرَةً فِرَاشَ زَوْجِهَا، لَعَنَتْهَا الْمَلَائِكَةُ حَتَّى

تُصْبِحَ

যে স্ত্রী তার স্বামীর বিছানা পরিত্যাগ করে রাত কাটায় ফেরেস্তারা সকাল পর্যন্ত তার উপর অভিশাপ দেয়। [মুসলিম]

মোট কথা, যে স্ত্রী শরীয়ত সম্মত কারণ ছাড়া স্বামীকে তার প্রয়োজন মেটাতে দেয় না সে স্বামীর নিকট ফিরে আসার আগ পর্যন্ত ফেরেস্তারা তাকে অভিশাপ দেয়। অতএব, স্ত্রীর উচিৎ স্বামীর প্রয়োজন মেটানোর জন্য সদা স্বচেষ্ট থাকা। স্বামী কাছে ডাকলে তো বটেই এমনকি সম্ভব হলে নিজের ইচ্ছায় তার কাছে যাওয়া এবং সহবাসের প্রতি আগ্রহ প্রকাশ করা উত্তম স্ত্রীর বৈশিষ্ট্য। একটি হাদীসে এসেছে,

خَيْرُ النِّسَاءِ الغَلِمَة عَلَى زَوْجها العَفِيفةُ بفَرجِها

সর্বোত্তম নারী হলো তারা যারা স্বামীর নিকট অত্যাধিক চাহিদা প্রকাশ করে কিন্তু অন্যত্র নিজের লজ্জাস্থানকে হেফাজত করে। [আল-জামি' আস-

সগীর]

এই গুণটি মেয়েদের মধ্যে বিরল। যে মেয়েটি লাজুক সে স্বামীর সামনেও লজ্জা অবনত হয়ে থাকে। কোনো চাহিদাই প্রকাশ করে না। সহবাসের সময় স্বামীকে উপভোগ করার চেষ্টাও করে না। বিপরীতে যে মেয়েটি নিজের চাহিদা প্রকাশ করে সে স্বামী ছাড়া অন্যদের সামনেও লজ্জা করে না। মুমিন নারীর বৈশিষ্ট্য হবে সম্পূর্ণ উল্টো। সে স্বামীর সামনে মোটেও লজ্জা পাবে না কিন্তু স্বামী ছাড়া অন্য সকল স্থানে মুখই খুলবে না।

ইবনে আসাকির ﵀ বর্ণনা করেন,

راود معاوية ابنة قرظة فنخرت نخرة شهوة ثم وضعت يدها على وجهها فقال لا سوأة عليك والله لخيركن النخارات الشخارات

মুয়াবিয়া ﵁ একবার তার এক স্ত্রীকে সহবাসের

উদ্দেশ্যে আদর করতে শুরু করলে সে উত্তেজনায় মুখ দিয়ে শব্দ করে উঠলো। তারপর লজ্জায় নিজের মুখটি হাত দিয়ে ঢেকে ফেলল। তখন মুয়াবিয়া ﵁ বললেন, লজ্জার কিছুই নেই ঐ সকল নারীরাই উত্তম যারা সহবাসের সময় নাখ-মুখ দিয়ে শব্দ নির্গত করে। [তা'রিখে দামেশক]

একজন কবি বলেন,

يعرين عند بعولهن إذا خلوا * وإذا هم خرجوا فهن خفار

স্বামীর সাথে সম্পূর্ণ উলঙ্গ হতেও তারা লজ্জা পায় না

কিন্তু স্বামী চলে গেলে তারা ঘোমটাই খোলে না।

কবিতার ভাষায় বলা যায়,

সে লাজুক মেয়ে মুখে ঘোমটা দিয়ে
কিসের ভয়ে থাকে মাথাটা নুয়ে।
তবে গভীর রাতে তার স্বামীর সাথে
বে-হায়া হয়ে যায় খুশিতে মেতে।
লজ্জা শরম ভুলে কাপড় খুলে
প্রেমিকার ছলে বসে স্বামীর কোলে

কানে কানে তার আপন মনে
আজে-বাজে কথা বলে সঙ্গোপনে।

একজন মুমিন নারীর এমনই হওয়া উচিৎ। তা না হলে স্বামীর হক তারা কিভাবে আদায় করবে! একজন বোধ সম্পন্ন স্ত্রীর এটা মনে রাখতে হবে যে, দুনিয়ার হাজার হাজার সুন্দরী নারীদের দিকে দৃষ্টি দেওয়া বা তাদের প্রতি একটুও ঝুঁকে পড়া হতে তার স্বামীকে রক্ষা করাই তার দায়িত্ব। এ দায়িত্ব মোটেও সহজ নয়। অত্যন্ত কঠিন। সুতরাং স্বামীর মনকে তুষ্ট করার জন্য সকল কষ্ট তাকে হজম করতে হবে। প্রয়োজনে প্রতিটা রাত তার জন্য বধু সেজে বসে থাকতে হবে। তার সাথে এমন এমন কথা বলতে হবে যেগুলো সারাটা দিন তার কানে বাজবে আর এমন আচরণ করতে হবে যা সারা দিন তার মনে থাকবে। ফলে অন্য কোনো মানুষের দিকে তার দৃষ্টি যাবে না। সেই সাথে নিজেকেও অন্য পুরুষের দৃষ্টি হতে আড়াল রাখতে

হবে।

মানুষ এখন সম্পূর্ণ ভিন্ন পথে চলছে। পরপুরুষের সাথে বেহায়ার মতো আচরণ করে কিন্তু নিজের স্বামীর সামনে ভীষণ লজ্জাশীলতার পরিচয় দেয়। ছেলে-মেয়েরা একটু বড় হলে বা ছেলে-মেয়েদের বিয়ে হয়ে গেলে আমাদের দেশের মেয়েরা স্বামীর সাথে নির্জনবাস একরকম বন্ধ করে দেয়। স্বামী ডাকলেও তার কাছে যায় না। কে কি বলবে, এই চিন্তায় তাদের যেনো মাথা কাটা যায়। নানা রকম শর্ত মেনে মাঝে মাঝে হয়তো সে স্বামীর কাছে যায় কিন্তু স্বামী নিজের ইচ্ছামতো তাকে পায় না। এসব অতিবুযূর্গ মহিলারা অধিক লজ্জার পরিচয় দেওয়ার কারণে স্বামী যে তাদের উপর রাগান্বিত হচ্ছে ফলে ফেরেশতারা তাদের উপর অভিশাপ দিচ্ছে সেটা মোটেও স্মরণ রাখে না। নেককার মহিলা স্বামী যখন ডাকে তখনই কাছে আসে এবং সব লজ্জা ভুলে তার সাথে মিলিত হয়। কে কি বলল, বা ভাবল সেদিকে খেয়াল করে না। আল্লাহর বিধান মানতে গিয়ে তারা লজ্জা-শরম ভুলে যায়। এটা

অত্যন্ত প্রশংসিত একটি গুণ।

আয়েশা ﵂ বলেন,

نِعْمَ النِّسَاءُ نِسَاءُ الأَنْصَارِ لَمْ يَمْنَعْهُنَّ الحَيَاءُ أَنْ يَتَفَقَّهْنَ فِي الدِّينِ

আনসার মেয়েরা কত উত্তম! লজ্জার কারণে তারা দ্বীনের জ্ঞান অর্জন থেকে পিছিয়ে থাকে না। [বুখারী]

অর্থাৎ তারা এমন সব বিষয়ে প্রশ্ন করে যেগুলো লজ্জার বিষয় কিন্তু দ্বীন মানার খাতিরে তারা প্রশ্ন করতে পিছপা হয় না। তেমনিভাবে স্বামীর সাথে এমন কিছু মেয়েদের করতে হয় বা বলতে হয় যাতে হয়তো লজ্জা-শরমের ব্যাপার রয়েছে কিন্তু সেটাই আল্লাহর বিধান। শয়তান নারীদের ধোঁকা দেয় ফলে লজ্জা-শরমের অজুহাতে তারা সেসব কাজ থেকে বিরত থাকে কিন্তু সত্যিকার মুমিন নারী লজ্জা-শরম ভুলে আল্লাহর বিধান মানার জন্য

স্বামীর সাথে এমন আচরণ করে যাতে মনে হয় তার যেনো কোনো লজ্জা-শরম নেই। কিন্তু স্বামী চলে গেলেই তারা আবার লাজুক হয়ে যায়।

সহবাসের পদ্ধতি

স্ত্রীর সাথে সহবাস করার যেমন নির্দিষ্ট কোনো সময় নেই স্ত্রীর সাথে সহবাসের নির্দিষ্ট কোনো নিয়ম বা পদ্ধতিও নেই। স্বামী নিজের খেয়াল খুশি মতো যেকোনো ভাবে স্ত্রীকে উপভোগ করতে পারে। তবে এটা অবশ্যই খেয়াল রাখতে হবে যেনো পদ্ধতিটা হারাম না হয় এবং স্বামী বা স্ত্রী কারও উপর কোনো ক্ষতির আশঙ্কা না থাকে।

জাবির ﷺ থেকে বর্ণিত তিনি বলেন,

كَانَتِ اليَهُودُ تَقُولُ: إِذَا جَامَعَهَا مِنْ وَرَائِهَا جَاءَ الوَلَدُ أَحْوَلَ، فَنَزَلَتْ: {نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ} [البقرة: ٢٢٣]

ইহুদীরা বলতো, যদি কোনো পুরুষ স্ত্রীর সাথে পিছন দিক হতে মিলিত হয় তবে সন্তান টেরা হবে

তখন এই আয়াত অবতীর্ণ হয়- “স্ত্রীরা তোমাদের জন্য শস্যক্ষেত স্বরুপ অতএব, তোমাদের শস্যক্ষেতে তোমরা যেভাবে খুশি আসতে পারো।” [বাকারা/২২৩]

অন্য একটি লম্বা হাদীসে এসেছে,

إِنَّمَا كَانَ هَذَا الْحَيُّ مِنَ الْأَنْصَارِ وَهُمْ أَهْلُ وَثَنٍ مَعَ هَذَا الْحَيِّ مِنْ يَهُودَ وَهُمْ أَهْلُ كِتَابٍ وَكَانُوا يَرَوْنَ لَهُمْ فَضْلًا عَلَيْهِمْ فِي الْعِلْمِ فَكَانُوا يَقْتَدُونَ بِكَثِيرٍ مِنْ فِعْلِهِمْ وَكَانَ مِنْ أَمْرِ أَهْلِ الْكِتَابِ أَنْ لَا يَأْتُوا النِّسَاءَ إِلَّا عَلَى حَرْفٍ وَذَلِكَ أَسْتُرُ مَا تَكُونُ الْمَرْأَةُ فَكَانَ هَذَا الْحَيُّ مِنَ الْأَنْصَارِ قَدْ أَخَذُوا بِذَلِكَ مِنْ فِعْلِهِمْ وَكَانَ هَذَا الْحَيُّ مِنْ قُرَيْشٍ يَشْرَحُونَ النِّسَاءَ شَرْحًا مُنْكَرًا، وَيَتَلَذَّذُونَ مِنْهُنَّ مُقْبِلَاتٍ وَمُدْبِرَاتٍ وَمُسْتَلْقِيَاتٍ فَلَمَّا قَدِمَ الْمُهَاجِرُونَ الْمَدِينَةَ تَزَوَّجَ رَجُلٌ مِنْهُمُ امْرَأَةً مِنَ الْأَنْصَارِ فَذَهَبَ يَصْنَعُ بِهَا ذَلِكَ فَأَنْكَرَتْهُ عَلَيْهِ، وَقَالَتْ: إِنَّمَا كُنَّا نُؤْتَى عَلَى حَرْفٍ فَاصْنَعْ ذَلِكَ وَإِلَّا فَاجْتَنِبْنِي، حَتَّى شَرِيَ أَمْرُهُمَا فَبَلَغَ ذَلِكَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَنْزَلَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ {نِسَاؤُكُمْ

حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ} أَيْ: مُقْبِلَاتٍ وَمُدْبِرَاتٍ وَمُسْتَلْقِيَاتٍ يَعْنِي بِذَلِكَ مَوْضِعَ الْوَلَدِ

মদীনার আনসার সাহাবীরা যখন মুশরিক ছিলেন, তখন ইহুদীদের অধিক জ্ঞানী মনে করতেন এবং তাদের কার্যক্রম অনেকাংশে অনুসরণ করতেন। আহলে কিতাবীরা তাদের স্ত্রীদর কেবল একটি পদ্ধতিতে (চিৎ হয়ে শোয়া অবস্থায়) সহবাস করতো। কেননা এভাবে মেয়েটি শরীর অধিক পরিমানে ঢাকা থাকতো। তাদের অনুসরণে আনসার সাহাবীদের মধ্যেই (পূর্ব যুগ থেকে) এই অভ্যাস চালু হয়ে যায়। কিন্তু মক্কার কুরাইশরা স্ত্রীদের কোনো রাখ ঢাক না করে সামনে থেকে, পিছন থেকে ইত্যাদি নানা ভাবে উপভোগ করতো। এরপর যখন মুহাজির সাহাবীরা মক্কা থেকে মদীনাতে হিজরত করে আসলো। তাদের কেউ কেউ আনসার মেয়েদের বিবাহ করলো। কিন্তু স্ত্রীর সাথে অনুরুপ আচরণ (পিছন থেকে মিলিত হওয়া) করতে গেলে সে অস্বীকার করে বসলো (যেহেতু আনসার মহিলাদের এমন অভ্যাস ছিল না)। সে

বলল, আমাদের সাথে একটি পদ্ধতিতেই সহবাস করা হয় তুমি হয়তো তাই করবে অথবা আমার কাছ থেকে দূরে থাকবে। ক্রমেই বিষয়টা ব্যাপক আকার ধারণ করলো এবং রসুলুল্লাহ ﷺ এর কানে পৌঁছালো। তখন এই আয়াত অবতীর্ণ হলো, "তোমাদের স্ত্রীরা তোমাদের জন্য শস্যক্ষেত স্বরুপ, অতএব তোমাদের শস্যক্ষেতে তোমরা যেভাবে খুশি আসতে পারো। [বাকারা/২২৩] এর অর্থ হলো, সামনে বা পিছনে যেদিক থেকে খুশি সহবাস করা যায়, তবে মিলন হবে সন্তান জন্ম নেওয়ার স্থানে। [আবু দাউদ]

জাবির ইবনে আব্দুল্লাহ ﷺ বলেন,

إِنْ شَاءَ مُجَبِّيَةً، وَإِنْ شَاءَ غَيْرَ مُجَبِّيَةٍ، غَيْرَ أَنَّ ذَلِكَ فِي صِمَامٍ وَاحِدٍ

স্বামী চাইলে উপুড় করে অথবা উপুড় না করে যে কোনো অবস্থায় মিলিত হতে পারে তবে স্থান হবে একটিই। [মুসলিম]

মুহাম্মদ ফুয়াদ আব্দুল বাক্বী কথাটা ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেন,

(إن شاء مجبية) أي مكبوبة على وجهها (وإن شاء غير مجبية) هذا يشمل الاستلقاء والاضطجاع والتخجبية وهي كونها كالساجدة

উপুড় করে অর্থ হলো মুখের দিকটা নিচে রেখে আর উপুর না করে বলতে চিৎ হয়ে শোয়া, বা স্ত্রীকে সাজদার মতো অবস্থায় রাখা ইত্যাদি সকল পদ্ধতিই অন্তর্ভূক্ত।

এছাড়া স্ত্রীকে কোলের উপর বসিয়ে নেওয়া বা স্বামী নিচে শুয়ে থেকে স্ত্রীকে তার উপর বসিয়ে নেওয়া ইত্যাদি বিভিন্ন পদ্ধতি রয়েছে যা এখানে বিস্তারিত উল্লেখ করা সম্ভব নয়। বুদ্ধিমান পুরুষ চিন্তা করলেই এসব পদ্ধতি আবিষ্কার করতে পারবেন।

মোট কথা, যে কোনো পন্থায় স্বামী স্ত্রীর সাথে সহবাস করতে পারবে তবে সহবাসের স্থান হবে একটিই আর তা হলো সন্তান জন্ম দেওয়ার স্থান।

স্ত্রীর পশ্চাদদেশে সহবাস করা সুস্পষ্টভাবে হারাম। রসুলুল্লাহ ﷺ বলেন,

مَلْعُونٌ مَنْ أَتَى امْرَأَتَهُ فِي دُبُرِهَا

যে তার স্ত্রীর পশ্চাৎদেশ হতে মিলিত হয় সে অভিশপ্ত। [আবু দাউদ]

এ ছাড়া সহবাসের আর যেসব পদ্ধতি রয়েছে সে ব্যাপারে স্বামীর পরিপূর্ণ স্বাধীনতা রয়েছে। তার কোনোটি অপছন্দনীয় হলেও স্ত্রী তাতে বাঁধা দিতে পারে না। বাধা দিলে ভীষণ পাপী হবে। তবে যদি তার উপর ভীষণ কষ্টকর হয়ে যায় সেটা ভিন্ন কথা।

শাসন ও সোহাগের মধ্যে ভারসাম্য রক্ষা করা

এই গ্রন্থে আমরা স্ত্রীর প্রতি উত্তম আচরণ ও স্ত্রীর সাথে প্রেমের সম্পর্ক গড়ে তোলার ব্যাপারে আলোচনা করেছি। সুখী দাম্পত্য জীবন গড়ে তোলার জন্য এটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়।

তবে পুরুষের দায়িত্ব এর মধ্যেই শেষ নয়। রসুলুল্লাহ ﷺ বলেন, (كُلُّكُمْ رَاعٍ، وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ) তোমরা প্রত্যেকেই (কোনো না কোনো বিষয়ে) দায়িত্বশীল। আর তাকে তার দায়িত্ব সম্পর্কে প্রশ্ন করা হবে। এরপর তিনি বলেন, (وَالرَّجُلُ رَاعٍ فِي أَهْلِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ) একজন পুরুষ তার পরিবারের উপর দায়িত্বশীল। এ ব্যাপারে তাকে প্রশ্ন করা হবে।

[বুখারী ও মুসলিম]

অর্থাৎ নিজের স্ত্রী-সন্তানদের আদব শিক্ষা দেওয়া ও সঠিক পথে পরিচালনা করার দায়িত্ব একজন পুরুষ মানুষের উপর বর্তায়। এ ব্যাপারে অবহেলা করে যদি কেউ স্ত্রী-সন্তানদের পাপ কাজে লিপ্ত হওয়ার সুযোগ করে দেয় তবে সে ব্যাপারে আল্লাহর সামনে তাকে জিজ্ঞাসিত হতে হবে। রসুলুল্লাহ ﷺ থেকে বিভিন্ন হাদীসে বর্ণিত আছে দায়ূস (ديوث) জান্নাতে প্রবেশ করবে না। দায়ূসের ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে (الَّذِي يُقِرُّ فِي أَهْلِهِ الْخُبْثَ) যে তার পরিবারের লোকের

অনৈতিক কর্মকান্ড সহ্য করে। [মুসনাদে আহমাদ]

বলাই বাহুল্য যে, কেবল আদর সোহাগ দিয়ে দুষ্টের দমন করা যায় না। তাই পরিবারের লোককে অসৎ স্বভাব হতে ফেরাতে হলে আদর-সোহাগের পাশাপাশি শাসনও করতে হবে। এটা করতে সক্ষম না হলে দুনিয়াতেও অশান্তি হবে আখিরাতেও ভোগান্তি হবে। সবাইকে এদিকে সতর্কতার সাথে লক্ষ্য রাখতে হবে। স্ত্রী-সন্তানদের আদর করে কেবল মাথায় তুললে হবে না বরং প্রয়োজন মতো তাদের মাথার উপর লাঠিও ঝুলাতে হবে।

রসুলুল্লাহ ﷺ বলেন,

لَا تَرْفَعِ الْعَصَا عَلَى أَهْلِكَ، وَأَخِفْهُمْ فِي اللهِ عَزَّ وَجَلَّ

তোমার পরিবারের উপর থেকে লাঠি সরিয়ে রেখো না। আল্লাহর উদ্দেশ্যে (আল্লাহর বিধান মানানোর উদ্দেশ্যে) তাদের ভয় দেখাও।

[তাবারানী- মু'জামে সগীর]

অন্য হাদিসে এসেছে, রসুলুল্লাহ ﷺ বলেন,

عَلِّقُوا السَّوْطَ حَيْثُ يَرَاهُ أَهْلُ الْبَيْتِ، فَإِنَّهُ آدَبُ لَهُمْ

এমন স্থানে চাবুক ঝুলিয়ে রাখো যাতে পরিবারের সবাই দেখতে পায়। এতে তারা শিক্ষা পাবে। [মু'জামে কাবীর]

আল-হাইছামী প্রথম হাদীসটির সনদকে উত্তম আর দ্বিতীয়টিকে হাসান বলেছেন।

মহান রব্বুল আলামীন নিজেই স্ত্রীকে শাসন করার বিভিন্ন পদ্ধতি শিক্ষা দিয়েছেন। তিনি বলেন,

{وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا} [النساء: ٣٤]

যেসব মেয়েরা তোমাদের অবাধ্য হয় তাদের (প্রথমে) উপদেশ দাও তারপর বিছানা পৃথক করে দাও, (কোনো কিছুতে কাজ না হলে) প্রহার করো। যদি (এসবের পর) তারা তোমাদের অনুগত হয়ে

যায় তারপর আর তাদের কষ্ট দেওয়ার চেষ্টা করো না। [নিসা/৩৪]

সুতরাং অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে স্ত্রীকে প্রহার করার অনুমতি ইসলামে রয়েছে। একজন পুরুষ মানুষকে সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে। স্ত্রীদের সাথে খেল-তামাশার ও ক্রীড়া কৌতুকে এমনভাবে লিপ্ত হওয়া যাবে না যাতে তার মর্যাদাহানি হয় এবং স্ত্রীর অন্তর থেকে তার ভয় দূর হয়ে যায়।

ইমাম গাজ্জালী ﵀ বলেন,

أن لا يتبسط فِي الدُّعَابَةِ وَحُسْنِ الْخُلُقِ وَالْمُوَافَقَةِ بِاتِّبَاعِ هَوَاهَا إِلَى حَدٍّ يُفْسِدُ خُلُقَهَا وَيُسْقِطُ بِالْكُلِّيَّةِ هَيْبَتَهُ عِنْدَهَا بَلْ يُرَاعِي الِاعْتِدَالَ فِيهِ

স্বামীর উচিৎ স্ত্রীর সাথে খেল-তামাশা, উত্তম আচরণ এবং তার ইচ্ছামতো যে কোনো কাজ করার ব্যাপারে এতটা বাড়াবাড়ি না করা যাতে স্ত্রীর মন থেকে তার ভয় দূর হয়ে যায় বরং স্বামী এসব

বিষয়ে মধ্যপন্থা অবলম্বন করবে।

[ইহইয়া উলুমিদ্দিন]

মোট কথা, স্বামী যেমন স্ত্রীকে আদর সোহাগও করবে বা তার সাথে খেল-তামাশা করবে আবার তাকে শাসনও করবে। তবে সেটা হবে স্ত্রীকে পথে আনার জন্য জুলুম-নির্যাতন করার জন্য নয়। তাই প্রহারটা হবে মাপ মতো। অতিরিক্ত নয়। রসুলুল্লাহ ﷺ বলেন,

وَاضْرِبُوهُنَّ ضَرْبًا غَيْرَ مُبَرِّحٍ

তাদের প্রহার করো তবে অতিরিক্ত নয়। [আবু দাউদ]

মোট কথা স্ত্রীকে প্রহার করতে হবে শাসন করার জন্য হত্যা করার জন্য নয়। যদি দেখা যায় স্বাভাবিকভাবে শাসন করে এবং স্বাভাবিক নিয়মে প্রহার করেও সে সুপথে আসছে না তবে তার শেষ চিকিৎসা হলো তালাক দিয়ে দেওয়া। মার-ধর করে স্ত্রীর হাড়-গোড় ভেঙে দেওয়া কোনো অবস্থাতেই

স্বামীর জন্য বৈধ নয়। আর যদি এই মার-ধর হয় যৌতুক নেওয়ার জন্য তবে দাম্পত্য জীবনে তার চেয়ে বেশি নিকৃষ্ট কাজ আর নেই। যে স্বামীর উপর স্ত্রীর ভরণ-পোষনের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে সেই যদি নিজের ব্যয়ভারের অর্থ স্ত্রীর কাছ থেকে জোর পুর্বক আদায় করে তবে তার চেয়ে বেশি অনিয়ম আর কি হতে পারে! ইসলাম কোনো প্রকার জুলুম নির্যাতন বৈধ করে না।

পারিবারিক ভারসাম্য স্থাপণের আর একটা ক্ষেত্র হলো বাবা-মা ও স্ত্রী-সন্তানদের মাঝে ভারসাম্য রক্ষা করা। বর্তমানে বেশিরভাগ পরিবারে এ ব্যাপারে ভারসাম্যহীনতা বিরাজ করছে। বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই দেখা যায় হয়তো পুত্রবধু শ্বশুর-শাশুড়িদের উপর জুলুম করে অথবা শাশুড়ি পুত্রবধুর উপর জুলুম করে। বৌ-শাশুড়িতে বনিবনা খুব কমই হয়। বৌ-শাশুড়ির এ লড়াইয়ে স্বামী বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই নিরপেক্ষ থাকতে পারে না। কেউ হয়তো স্ত্রীর পক্ষ

নিয়ে মায়ের উপর চড়াও হয় আর কেউ মায়ের পক্ষ নিয়ে স্ত্রীর উপর অত্যাচারে মায়ের সাথে শরীক হয়। অনেক বুযুর্গ ব্যক্তি স্ত্রীর উপর অত্যাচারে মায়ের সাথে শরীক না হলেও পরিপূর্ণ নিরব থেকে স্ত্রীর উপর মায়ের জুলুম নির্যাতন দেখতে থাকে। অন্তরে কষ্ট পেলেও এ জুলুম বন্ধের জন্য কোনো বাস্তব পদক্ষেপ নেয় না। কুরআন-হাদীসে মা-বাবার আনুগত্য ও খেদমত করার ব্যাপারে যা কিছু বলা হয়েছে তারা সেগুলো স্মরণ করে নিরব থাকে। স্ত্রীকে মা বাবার সাথে আলাদা রাখা অতি বুযূর্গ লোকদের নিকট ভীষণ পাপের কাজ মনে হয়। আমাদের সমাজেও বিষয়টি ভীষণ খারাপ চোখে দেখা হয়। ফলে স্বামীর বাবা-মা বা ভাই বোন স্ত্রীকে যতই কষ্টে রাখুক স্বামী তার কোনো প্রতিবাদ বা প্রতিকার করে না। বরং স্ত্রীকে বাবা-মায়ের সংসারে দাসীর মতো রেখে দেয়। সারাটা দিন কাজ-কর্মে ব্যস্ত থেকেই তার সময় কাটে। অতএব স্বামী-স্ত্রীর সাথে কোনো প্রেম-প্রীতির সম্পর্ক গড়ে ওঠার সুযোগই পায় না। অথচ এ বিষয়ে ইসলামের রায়

মোটেও এমন নয়। বরং ইসলামের দৃষ্টিতে স্ত্রীর ভরণ-পোষণ এবং নিরাপদ জীবন-যাপন নিশ্চিত করার দায়িত্ব স্বামীর উপর বর্তায়। মহান রব্বুল আলামীন বলেন,

{الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ} [النساء: ٣٤]

পুরুষরা নারীদের উপর কর্তৃত্বশীল। যেহেতু আল্লাহ তাদের শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছেন এবং যেহেতু তারা (নারীদের উপর) নিজেদের সম্পদ ব্যয় করে। [নিসা/৩৪]

সুতরাং স্বামীরা স্ত্রীদের উপর সম্পদ ব্যয় করে একারণেই তারা স্ত্রীদের উপর কর্তৃত্বশীল। আর বলাই বাহুল্য যে, সুখী পরিবার গড়ে তোলার জন্য খাবার ও কাপড়ের সাথে সাথে একটি নিরাপদ বাসস্থান একান্তই জরুরী। স্ত্রী স্বামীর নিকট খাবার বা কাপড় দাবী করলে যেমন সেটা অন্যায় বলে

গণ্য হয় না আলাদা সংসার দাবী করাটাও অন্যায় নয়। বরং স্বামীর উচিৎ সাধ্যমতো সে দাবী পূরণ করা। আল-কাসানী ﵀ বলেন,

وَلَوْ أَرَادَ الزَّوْجُ أَنْ يُسْكِنَهَا مَعَ ضَرَّتِهَا أَوْ مَعَ أَحْمَائِهَا كَأُمِّ الزَّوْجِ وَأُخْتِهِ وَبِنْتِهِ مِنْ غَيْرِهَا وَأَقَارِبِهِ فَأَبَتْ ذَلِكَ؛ عَلَيْهِ أَنْ يُسْكِنَهَا فِي مَنْزِلٍ مُفْرَدٍ؛ لِأَنَّهُنَّ رُبَّمَا يُؤْذِينَهَا وَيَضْرُرْنَ بِهَا فِي الْمُسَاكَنَةِ وَإِبَاؤُهَا دَلِيلُ الْأَذَى وَالضَّرَرِ وَلِأَنَّهُ يَحْتَاجُ إلَى أَنْ يُجَامِعَهَا وَيُعَاشِرَهَا فِي أَيِّ وَقْتٍ يَتَّفِقُ وَلَا يُمْكِنُهُ ذَلِكَ إذَا كَانَ مَعَهُمَا ثَالِثٌ

কোনো কোনো মহিলার স্বামী তাকে তার অন্য স্ত্রীদের সাথে বা তার স্বামীর পক্ষের আত্মীয় যেমন মা, বোন, অন্য পক্ষের মেয়ে এবং অন্যান্য আত্মীয়দের সাথে রাখতে চায় আর স্ত্রী তা অস্বীকার করে তবে স্বামীর উপর দায়িত্ব হলো, তার আলাদাভাবে সংসার করার সুযোগ করে দেওয়া। কেননা তারা (স্বামীর পক্ষের আত্মীয়রা) হয়তো স্ত্রীকে কষ্ট দেবে এবং তাকে ক্ষতিগ্রস্থ করবে। স্ত্রী

যে তাদের সাথে থাকতে নারাজ হচ্ছে এটাও প্রমাণ করে যে তারা তাকে কোনোভাবে কষ্ট দিচ্ছে। তাছাড়া স্বামীর যে কোনো সময় স্ত্রীর সাথে সহবাস করার প্রয়োজন হতে পারে কিন্তু তৃতীয় কেউ সাথে থাকলে সেটা সম্ভব নয়। [বাদায়িউস-সানায়ি]

এটা ইসলামের সুবিচারের মধ্যে গণ্য। মা-বাবার প্রতি আনুগত্য করতে হবে এর অর্থ এই নয় যে স্ত্রীর উপর জুলুম করতে হবে বা মা-বাবাকে স্ত্রীর উপর জুলুম করার সুযোগ করে দিতে হবে। বরং প্রকৃত ন্যায় বিচার হলো, বাবা-মা, স্ত্রী-সন্তান সবার প্রতি সাধ্যমতো ভাল আচরণ করা। স্ত্রীকে এবং বাবা-মা উভয়কে আলাদা সংসারে রেখে সাধ্যমতো খরচ-খরচা বহন করলে তাতে দোষের কিছুই নেই। আর্থিক সামর্থ বা অন্য কোনো কারণে সেটা সম্ভব না হলে এবং স্ত্রীকে বাবা-মা ও ভাই বোনের সাথে একই পরিবারে রাখতে বাধ্য হলে লক্ষ্য রাখতে হবে যেনো পরিবারের কেউ কাউকে জুলুম নির্যাতন না

করে। বউ যেমন শাশুড়ির উপর জুলুম করবে না, শাশুড়িও বউয়ের উপর জুলুম করবে না। যদি করেও তবে স্বামীর উচিৎ হবে সেটার প্রতিবাদ করা এবং কোনোভাবে তা বন্ধের চেষ্টা করা। যদি তার স্ত্রী দোষী হয় তবে তাকে তো শাসন করার অধিকার তার আছেই। আর যদি বাবা-মা বা ভাই বোন দোষী হয় তবে তাদের অন্যায়ের প্রতিবাদ করা তার দায়িত্ব। যে কারও সামনে হক কথা বলা এবং যে কারো অন্যায়ের প্রতিবাদ করা ইসলামে প্রশংসিত কাজ। যদি স্বামীর অবহেলার কারণে এ জুলুম চলতে থাকে তবে তার পাপের ভার তাকেও বহন করতে হবে। যদি কোনোভাবেই জুলুম-নির্যাতন বন্ধ করা না যায় তবে প্রয়োজনে সংসার পৃথক করে দিয়ে জুলুম বন্ধ করার ব্যবস্থা করা স্বামীর উপর আবশ্যক দায়িত্ব। যা পালন না করলে সে পাপী হবে। যেহেতু বাবা-মার প্রতি তার যেমন দায়িত্ব আছে স্ত্রীর প্রতিও আছে। তবে স্বামী আর্থিকভাবে অক্ষম হলে ভিন্ন কথা। সে ক্ষেত্রে স্বামী সক্ষম না হওয়া পর্যন্ত স্ত্রীকে ধৈর্য অবলম্বন করতে হবে। এ

সময়টুকু যদি স্ত্রী বাবার বাড়িতে থাকতে চায় তবে স্বামী সেটা মেনে নিতে বাধ্য থাকবে। যেহেতু সে স্ত্রীর জন্য নিরাপদ বাসস্থানের ব্যবস্থা করতে পারে নি। আর আল্লাহই ভাল জানেন।

উপসংহার

উপরে আমরা স্বামী-স্ত্রীর মাঝে যে প্রেম-পূর্ণ সম্পর্কের বর্ণনা দিয়েছি একটি সুখী দম্পতি গড়ে তোলার জন্য স্বামী-স্ত্রীর মাঝে অনুরূপ সম্পর্ক স্থাপন করা একান্ত জরুরী। স্বামী-স্ত্রী উভয়েরই উচিৎ নিজেদের মধ্যে এ ধরণের সম্পর্ক গড়ে তুলতে স্বচেষ্ট হওয়া। এভাবে একদিকে যেমন তারা দুনিয়ার জীবনে সুখ-শান্তির সাথে জীবন যাপন করতে পারবে অন্য দিকে মহান রব্বুল আলামীন তাদের উপর সন্তুষ্ট হবেন। সেই সাথে এটাও স্মরণ রাখতে হবে যে, দুনিয়ার জীবনে কোনো কিছুই পরিপূর্ণভাবে উপভোগ করা সম্ভব নয়। সে চেষ্টা করাও বুদ্ধিমানের কাজ নয়। পরিপূর্ণ উপভোগের

স্থান হলো আখিরাত। দুনিয়াতে আমরা যতই চেষ্টা করি না কেনো কিছু না কিছু ত্রুটি বিচ্যুতি অবশ্যই হবে। দাম্পত্য জীবনে স্বামী-স্ত্রী একে অপরকে যতটাই ভালবাসুক তাদের মধ্যে কিছু ভুল-ভ্রান্তি হতে পারে। কখনও কখনও উভয়ের সম্পর্কে কিছুটা ভাটাও পড়তে পারে। আচরণের মধ্যে অপছন্দনীয় কিছু লক্ষ্য করা যেতে পারে। এতে বিগড়ে যাওয়া উচিৎ নয়। বরং একজন অন্য জনকে বুঝিয়ে শুনিয়ে ভুল-ত্রুটিগুলো শুধরে নিতে উৎসাহিত করা এবং একে অন্যের উপর কৃত অবদান স্মরণ করে কিছু ভুল ত্রুটি সহ্য করার মাধ্যমেই দাম্পত্য জীবনে সুখ আসতে পারে। চুল-চেরা বিশ্লেষণ করে ভুল ধরে খুটি-নাটি সব বিষয়ে ঝগড়া-বিবাদ করলে দাম্পত্য জীবনে সুখ-শান্তি হাসিল করা সম্ভব নয়। একারণে রসুলুল্লাহ ﷺ বলেন,

لَا يَفْرَكْ مُؤْمِنٌ مُؤْمِنَةً، إِنْ كَرِهَ مِنْهَا خُلُقًا رَضِيَ مِنْهَا آخَرَ

মুমিন পুরুষ যেনো মুমিন স্ত্রীর প্রতি বিগড়ে না যায়,

কেননা হয়তো সে তার একটি বিষয় অপছন্দ করবে কিন্তু অন্য বিষয় তার পছন্দ হবে।

[সহীহ মুসলিম]

এই অপূর্ণতার দিকে লক্ষ্য রেখেই আমাদের পথ চলতে হবে। রসুলুল্লাহ ﷺ এবং তার সাহাবীদের অনুসরণ করে একটি আদর্শ দম্পতি গড়ে তোলার চেষ্টা আমরা অবশ্যই করবো। স্বামী-স্ত্রী একে অন্যের সাথে গভীর সম্পর্ক গড়ে তোলার সর্বোচ্চ চেষ্টা করবো। তবে স্ত্রীর উচিৎ নয় স্বামীকে ফেরেস্তা মনে করা আর স্বামীরও উচিৎ হবে না স্ত্রীকে জান্নাতের হুর মনে করা। ফলে তাদের মধ্যে কিছু ভুল-ত্রুটিও থাকবে। পরিপূর্ণ আনন্দ উপভোগ করা যাবে জান্নাতে যাওয়ার পর। সেখানে কোনো অপূর্ণতা থাকবে না। জান্নাতে প্রবেশের পর পরিপূর্ণ আনন্দ উপভোগ করার আশায় দুনিয়ার এই অপূর্ণতাকে সহ্য করতে হবে। সেটা না করে যদি দুনিয়াতেই আমরা পরিপূর্ণ উপভোগ করার জন্য

সব খুটি-নাটি বিষয়ে স্বামী-স্ত্রী একে অপরের ভুল-ত্রুটি অন্বেষণ করি তবে হিতে বিপরীত হয়ে যাবে। এতে করে উভয়ের মধ্যে সম্পর্ক তিক্ত হয়ে উঠবে এবং দুনিয়াতে যতটুকু উপভোগ সম্ভব ছিল সেটাও হয়তো হাতছাড়া হয়ে যাবে। আল্লাহ আমাদের সকলকে দুনিয়া ও আখিরাতে সাফল্যমন্ডিত করুন। আমীন।

সমাপ্ত